

অধ্যায়-৮: বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক মুদ্রা



পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনী পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ১১ জনাব সোহেল খুলনায় ‘সোহেল এ্যাপারেলস লি.’ নামে একটি গার্মেন্টস পরিচালনা করছেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি অর্ডারের বিপরীতে তিনি ছয় লাখ ডলারের একটি ড্রাফট (Receipt) পেয়েছেন। অন্যদিকে স্বীকৃতি (Letter of credit) দিয়ে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত সাত লাখ টাকার কাপড়ের মূল্য তাকে দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।

[রা. বো. ১৭]

- ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১
- খ. আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. রপ্তানির বিপরীতে গৃহীত ড্রাফটের অর্থ জনাব সোহেল কীভাবে সংগ্রহ করবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত কাপড়ের মূল্য দ্রুত পরিশোধে সোহেল কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বিনিময় বলতে সাধারণত এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বোঝায়।

খ আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য বিনিময় হার নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

দুটি দেশের মুদ্রার মূল্যের তুলনা করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের নিজস্ব মুদ্রা আছে। তাই সাধারণত এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে ব্যবহার করা যায় না। এজন্য বৈদেশিক লেনদেন নিষ্পত্তি করতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে রপ্তানির বিপরীতে গৃহীত ড্রাফট ব্যাংকে ভাঙ্গিয়ে জনাব সোহেল অর্থ সংগ্রহ করবেন।

ব্যাংক ড্রাফট হলো একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল, যা চাহিবামাত্র হস্তান্তর করা যায়। প্রাপক ব্যাংক ড্রাফটের অর্থ সরাসরি ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল “সোহেল এ্যাপারেলস লি.” নামে একটি গার্মেন্টস পরিচালনা করছেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি অর্ডারের বিপরীতে তিনি ছয় লাখ ডলারের একটি ড্রাফট পেয়েছেন। অর্থাৎ উক্ত অর্ডারের বিপরীতে তিনি ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করেছেন। আমদানিকারক যখন ব্যাংক ড্রাফট পাঠিয়েছেন তখন তাকে কমিশনসহ সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাংকে জমা দিতে হয়েছে। তাই জনাব সোহেল ব্যাংক ড্রাফট ব্যাংকে জমা দিয়ে তার পাওনা অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন।

ঘ যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত কাপড়ের মূল্য দ্রুত পরিশোধে জনাব সোহেল বৈদেশিক বিনিময় বিল (Bill of exchange) ব্যবহার করতে পারেন।

এরূপ বিলের মাধ্যমে, পাওনাদার অর্থ পরিশোধের জন্য বিদেশি দেনাদারের ওপর একটি শর্তহীন লিখিত নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। আমদানিকারক বিলে স্বীকৃতি দিলে তা বৈধ বিলে পরিণত হয়। ফলে রপ্তানিকারক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে অথবা আগাম বাট্টা বা বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন।

উদ্দীপকে জনাব সোহেল খুলনায় একটি গার্মেন্টস পরিচালনা করছেন। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তাকে যুক্তরাজ্য হতে কাপড় আমদানি করতে হয়েছে। তাই আমদানিকৃত কাপড়ের সাত লাখ টাকা মূল্য তাকে দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।

জনাব সোহেল বৈদেশিক বিনিময় বিলের মাধ্যমে কাপড়ের মূল্য দ্রুত পরিশোধ করতে পারবেন। তিনি বিলে স্বীকৃতি দিলে তা বৈধ বিলে পরিণত হবে। ফলে রপ্তানিকারক বিলটি ব্যাংকে বাট্টাকরণ (Discounting) করে মেয়াদপূর্তির পূর্বেই অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। সুতরাং, জনাব সোহেল বৈদেশিক বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দিয়ে দ্রুত পণ্য মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য

বাট্টাকরণ : রপ্তানিকারক কর্তৃক বিনিময় বিলের মূল্যের কিছু কম মূল্যে অর্থ সংগ্রহ করাকে বাট্টাকরণ বলে।

প্রশ্ন ১২ মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজ একটি পোশাক রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের ৫ লক্ষ পিস জিন্সের প্যান্ট রপ্তানির চুক্তি হয়। মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মি. খানের ধারণা প্রতি প্যান্ট থেকে তিনি ৮০ টাকা করে মুনাফা করবেন। এক্ষেত্রে তাঁর মুনাফার পরিমাণ হবে ৪ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যবসায় শেষে দেখা গেল মুনাফার পরিমাণ তার ধারণার চেয়ে বেশ কিছু বেশি হয়েছে। [দি. বো. ১৭]

- ক. ফ্যাক্টরিং কী? ১
- খ. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝ? ২
- গ. যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজের যে চুক্তি হয় তা কোন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়? এ প্রক্রিয়ার তিনটি নিয়ম উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. মি. খাঁনের ধারণার চেয়ে মুনাফা বৃদ্ধির কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাট্টায় প্রাপ্য বিল বিক্রি করলে তাকে ফ্যাক্টরিং বলে।

খ আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে ব্যাংক যে পত্র ইস্যু করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে। আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার দূরত্বে মুদ্রার মানের ভিন্নতাসহ বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি হয়। এতে বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য পরিশোধ বিষয়ে জটিলতা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এসব সমস্যা দূর করার জন্য মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে।

গ উদ্দীপকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজের যে চুক্তি হয় তা বিনিময় হার নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

এ হার নির্ধারণে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। অর্থাৎ কোনো দেশের এক একক মুদ্রা অন্য আরেকটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করতে সক্ষম তা-ই মূলত বৈদেশিক বিনিময় হার। উদ্দীপকে মেসার্স খাঁন এন্টারপ্রাইজ পোশাক রপ্তানিকারক। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের পাঁচ লক্ষ পিস জিন্সের প্যান্ট রপ্তানির চুক্তি হয়। এ রপ্তানি চুক্তির মূল্য পরিশোধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দুটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা রপ্তানি মূল্য পরিশোধিত হবে। এছাড়াও এ হার নির্ধারণে স্বর্ণমান ব্যবস্থা এবং মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ায় মি. খানের ধারণার চেয়ে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার হ্রাস বলতে দেশের অপেক্ষাকৃত বেশি মুদ্রায় বিদেশের কম মুদ্রা গ্রহণকে বোঝায়। মূলত দুটি দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের তারতম্যের কারণে বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। উদ্দীপকে মেসার্স খান এন্টারপ্রাইজ পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের পাঁচ লক্ষ পিস জিপ্সের প্যান্ট রপ্তানির চুক্তি হয়। মি. খান প্রত্যাশা করেন প্রতি প্যান্ট থেকে তিনি ৮০ টাকা করে মুনাফা করবেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সর্বমোট প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণ চার কোটি টাকা। কিন্তু ব্যবসা শেষে দেখা গেল মুনাফার পরিমাণ প্রত্যাশার তুলনায় অধিক হয়েছে। এ রপ্তানি চুক্তিতে দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ায় মি. খান অধিক মুনাফা করেছেন। অর্থাৎ দেশে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছে। এ পর্যায়ে মি. খান রপ্তানি মূল্য হিসেবে দেশে ডলারের যোগান দেয়ায় তিনি পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি টাকা পেয়েছেন। যার ফলে তার মুনাফার পরিমাণ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হয়েছে।

সহায়ক তথ্য

দেশীয় মুদ্রায় বিনিময় হার হ্রাস : দেশের অপেক্ষাকৃত বেশি মুদ্রায় বিদেশের কম মুদ্রা পাওয়া গেলে বিনিময় হার হ্রাস পেয়েছে বলা যায়। ধরা যাক, বাংলাদেশের ৭০ টাকায় ১ ডলার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে টাকার সাথে ডলারের বিনিময় হার $\frac{১}{৭০}$ ভাগ। কিন্তু ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ৮০ টাকা দিয়ে ১ ডলার পাওয়া গেলে বিনিময় হার কমে দাঁড়ায় $\frac{১}{৮০}$ ডলার।

প্রশ্ন ৩ আমাদের দেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ার কারণে রপ্তানি আয় আমাদের মুদ্রাকে শক্তিশালী করেছে না। তবে আশার কথা এই যে, আমাদের দেশ থেকে অনেক শ্রমিক এখন বিদেশে যাচ্ছে এবং তাদের পাঠানো অর্থ আমাদের বৈদেশিক বিনিময় সামর্থ্যকে ধরে রাখছে। কিন্তু আমাদের পাঠানো অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ বলে তাদের পারিশ্রমিক অনেক কম। যদি দক্ষ শ্রমিক পাঠানো যায়, তবে এই অবস্থার আরো উন্নতি হবে।

- ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১
খ. বৈদেশিক বিনিময়ের আধুনিক তত্ত্ব কোনটি এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকে আমাদের মুদ্রামান কম হওয়ার পিছনে কোন সমস্যাকে বড় বলে দেখানো হয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকে মুদ্রার মান উন্নয়নে কোন খাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বিনিময় বলতে সাধারণত এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বোঝায়।

খ বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব হলো চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব।

দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে কোনো কিছুই দাম যেমনি নির্ধারিত হয় তেমনি অর্থের বিনিময় মূল্যও বৈদেশিক বাজারে এর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে চাহিদার বিষয়টি দেশগুলোর মধ্যকার লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকে আমাদের মুদ্রামান কম হওয়ার পিছনে ঋণাত্মক বাণিজ্যের ভারসাম্য (Negative balance of trade) সমস্যাকে বড় বলে দেখানো হয়েছে।

ঋণাত্মক বাণিজ্যের ভারসাম্য (Negative balance of trade) বলতে আমদানি বেশি কিন্তু রপ্তানি কম এরূপ অবস্থাকে বোঝানো হয়। এ অবস্থায় বৈদেশিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার যোগান বাড়ে। ফলে দেশীয় মুদ্রার মান কমে।

উদ্দীপকে আমাদের দেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ কারণে আমাদের দেশের মুদ্রার মান শক্তিশালী হতে পারছে না। কেননা, কোনো দেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশি হলে বাণিজ্যের ভারসাম্য ঋণাত্মক হয়। এতে বিদেশের বাজারে আমাদের দেশীয় মুদ্রার যোগান বাড়ে এবং চাহিদা কমে। যার কারণে অধিক পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিয়ে কম পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রতিকূল লেনদেন ব্যালেন্সের কারণেই দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায়।

ঘ উদ্দীপকে মুদ্রার মান উন্নয়নে রেমিটেন্স খাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

রেমিটেন্স বলতে বিদেশে কর্মরত কর্মীদের কর্তৃক নিজ দেশে অর্থ প্রেরণকে বোঝায়। প্রতিটি দেশেই রেমিটেন্স জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হওয়ার কারণে দেশীয় মুদ্রার মান কম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ মুদ্রার মান শক্তিশালী হতে পারে।

প্রবাসী কর্তৃক পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স এদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। ফলে এ রেমিটেন্সের কারণে মাথাপিছু আয় এবং রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। আবার, প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায় বিধায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি পায়। যার ফলশ্রুতিতে বিনিময় হার দেশের অনুকূলে আসে। এছাড়া এ রেমিটেন্সের অর্থ দেশের অভাবের মূলধন গঠনে সাহায্য করে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। ফলে দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস পায় এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৪ করিম বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়া, করিমকে ৬ মাসের মধ্যে পণ্য রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয়পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি করিমকে জানান যে, এই ৬ মাসের মধ্যে নাদিয়া হঠাৎ কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করলেও নাদিয়ার ব্যাংক করিমের বিল পরিশোধ করবে। পণ্য রপ্তানির পূর্বে ডলার-এর মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। করিম খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলার-এর চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, এতে করিম আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

- ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১
খ. ফ্যাক্টরিং-এর চেয়ে ফোরফেইটিং কার্য ব্যাপকতর কেন? ২
গ. উদ্দীপকে করিম নাদিয়ার নিকট থেকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ লেখ। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বিনিময় বলতে সাধারণত এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বোঝায়।

খ ফোরফেইটিং (Forfeiting) -এ আমদানি-রপ্তানির সমগ্র লেনদেন বিবেচিত হয় বিধায় এটি ফ্যাক্টরিং (Factoring) এর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। ফ্যাক্টরিং (Factoring) এ শুধু বিল ক্রয়, হিসাব সংরক্ষণ, বিলের অর্থ আদায় ইত্যাদি মসৃণ। কিন্তু ফোরফেইটিং (Forfeiting) এর ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার প্রস্তুতকৃত পুরো লেনদেনই বিবেচিত হয় বিধায় এর ব্যাপকতা বেশি।

গ উদ্দীপকে করিম নাদিয়ার নিকট থেকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র (Letter of credit) পেয়েছিলেন।

নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র মূলত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের কথাও উল্লেখ থাকে। এরূপ প্রত্যয়পত্র মেয়াদান্বেষ বা অর্থ পরিশোধিত হলে বাতিল বলে গণ্য হয়। এ প্রত্যয়পত্রকে স্থায়ী প্রত্যয়পত্রও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব করিম হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়া ৬ মাসের মধ্যে পণ্য রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয় পত্র করিমকে প্রেরণ করেন। এই ৬ মাসের মধ্যে কোনো কারণে তিনি মারা গেলেও নাদিয়ার ব্যাংক করিমের বিল পরিশোধ করবে। এরূপ নির্দিষ্ট মেয়াদ অর্থাৎ ৬ মাসের জন্য প্রত্যয়পত্রটি ইস্যু করায় এটি নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র। সুতরাং, করিমের গৃহীত প্রত্যয়পত্রটি ছিলো নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র।

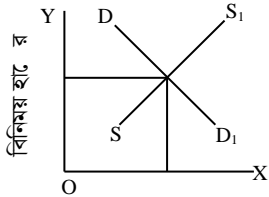
ঘ উদ্দীপকে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী দুদেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এ তত্ত্বকে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে করিম বাংলাদেশ হতে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। তিনি দেখেন, পণ্য রপ্তানির পূর্বে ডলারের মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পেয়েছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। এতে তিনি আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হন।

অর্থাৎ এখানে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের অন্যান্য পদ্ধতিগুলো হলো ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব ও স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ। অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর নানাবিধ অসুবিধার কারণে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটি বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং উদ্দীপকে নির্দেশিত বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান পদ্ধতিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ৫ মামুন সাহেব বাংলাদেশে ৩ কেজি গম কিনতে ৭৮ টাকা খরচ করেন। ঠিক একই মানের ৩ কেজি গম কিনতে যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রবাসী ভাই খরচ করেন ১ ডলার। এক্ষেত্রে টাকা ও ডলারের বিনিময় হার ৭৮ : ১। অপরদিকে নিচের চিত্রের মাধ্যমেও বিনিময় হার নির্ধারণ দেখানো যায়।



[রা. বো. ১৬]

- ক. ফোরফেটিং কী? বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান ১
- খ. রেমিটেন্স বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের চিত্রে বিনিময় হার নির্ধারণের কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি বেশি কার্যকর বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিকারককে প্রাপ্য বিলের বিপরীতে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেটিং বলে।

খ বিদেশে কর্মরত ব্যক্তির অর্থাৎ প্রবাসীরা দেশে যে অর্থ পাঠান তাকে রেমিটেন্স বলা হয়।

সাধারণত এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে রেমিটেন্স শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোনো দেশে কর্মরত বিদেশি কোনো কর্মী যদি তার উপার্জিত অর্থ তার নিজের দেশে প্রেরণ করেন, তাহলে তার দেশের জন্য এ অর্থ হলো রেমিটেন্স। কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক

উন্নয়ন অনেকাংশেই এই রেমিটেন্সের অর্থাৎ বিদেশ থেকে আগত টাকার ওপর নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব ব্যবহৃত হচ্ছে।

দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলা হয়। এ তত্ত্ব মনে করা হয়, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে যেমন কোনো দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, ঠিক একইভাবে মুদ্রার মূল্যও এর চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই তত্ত্বটিকে বর্ণনা করা হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে X অক্ষ বরাবর দেখানো হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং Y অক্ষ বরাবর দেখানো হচ্ছে বিনিময়ের হার। SS₁ রেখাটি মুদ্রার যোগান এবং DD₁ রেখাটি মুদ্রার চাহিদা নির্দেশ করছে। চাহিদা ও যোগান রেখাদ্বয় যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানেই মুদ্রার হার নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী এর মূল্য বা বিনিময় হার নির্ধারিত হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বা আধুনিক তত্ত্বের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারিত হচ্ছে।

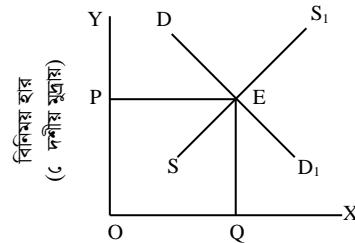
ঘ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্ধতি দুটি ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব এবং চাহিদা যোগান তত্ত্বের মধ্যে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটি বেশি কার্যকর বলে আমি মনে করি।

ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্বে দুই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, চাহিদা ও যোগান তত্ত্বে দুই দেশের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকের প্রশ্নে দেখা যায়, মামুন সাহেব বাংলাদেশে ৩ কেজি গম কিনতে ৭৮ টাকা খরচ করেন। ঠিক একই মানের ৩ কেজি গম কিনতে যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রবাসী ভাই খরচ করেন ১ ডলার। এর মাধ্যমে টাকা ও ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করা যায় ৭৮ : ১। এটি ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব। আবার উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে দেখা যাচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হচ্ছে।

ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্বে বিভিন্ন দেশের পণ্যের মূল্যস্ফুর্ত নির্ধারণ যেমন কার্যত অসম্ভব তেমনি মূল্যস্ফুর্ত প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হওয়ায় বিনিময় হার নির্ধারণ করা কঠিন। তাছাড়া কোন কোন পণ্য হিসাবে নেয়া হবে কিংবা মূল্যস্ফুর্ত নির্ধারণে ভিত্তি বছর কী হবে, তা নির্ধারণ করাও যথেষ্ট জটিল। চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুসারে বিনিময় হার নির্ধারণে এসব জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না বিধায় বর্তমানে এ পদ্ধতিটি সবচেয়ে কার্যকর হিসেবে স্বীকৃত। তাই বলা যায়, ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্বের চেয়ে চাহিদা যোগান তত্ত্ব অধিক কার্যকর।

প্রশ্ন ৬



চিত্র : বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

[কু. বো. ১৬]

- ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
- খ. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব কোনটি এবং কেন? ২
- গ. উপরোক্ত চিত্রের E বিন্দুতে কী নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. চিত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ কতটুকু যৌক্তিক? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বটি হচ্ছে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব।

দু'দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব। এক্ষেত্রে মনে করা হয়, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে যেমন কোনো কিছুই দাম নির্ধারিত হয় তেমনি বৈদেশিক বাজারে অর্থের বিনিময় মূল্যও চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এ তত্ত্ব সমর্থন করেন বিধায় একে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব বলা হয়।

গ চিত্রের E বিন্দুতে ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। বৈদেশিক বিনিময়ের সময় দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বিদেশি মুদ্রার যে পরিমাণ ক্রয় করতে সক্ষম হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে। আর দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান যে বিন্দুতে মিলিত হয় তা-ই ভারসাম্য বিন্দু।

উদ্দীপকের চিত্রে OX দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার মোট চাহিদা ও যোগানকে এবং OY দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারকে বোঝানো হয়েছে। আবার, DD₁ রেখা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং SS₁ রেখা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি বোঝাচ্ছে। DD₁ ও SS₁ রেখাদ্বয় পরস্পর E বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। ফলে এই বিন্দুতে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ OP পরিমাণ দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে OQ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। অর্থাৎ, E বিন্দুতে ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে যেখানে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ যথেষ্ট যৌক্তিক হয়েছে।

দু'দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এরূপ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন করেন।

উদ্দীপকে উলি-খিত চিত্রে SS₁ যোগান রেখা ও DD₁ চাহিদা রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করে যা চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দু। এ ভারসাম্য বিন্দুতে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিতে চাহিদা ও যোগানের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সুবিধার কারণে এ তত্ত্ব অধিক জনপ্রিয়। এক্ষেত্রে পণ্যের আমদানি-রপ্তানিকে বিবেচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করার ব্যবস্থা থাকে। ফলে বিচার-বিশে-ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে এ তত্ত্বটি বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। সারা বিশ্বেই বিনিময় হার নির্ধারণের বিষয়টি এ তত্ত্বের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাই চিত্রে উলি-খিত চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ সম্পূর্ণ যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ৭

RC-0017102356

DBC ব্যাংক লি.
মতিঝিল শাখা, ঢাকা

৳ ১০,০০০,০০০

To,

সার্ক এন্ড কোং

নিউইয়র্ক, আমেরিকা

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য বাবদ আপনাদের পাওনা দশ মিলিয়ন ডলার ২২ জুলাই ২০১৫ তারিখের মধ্যে সার্ক এন্ড কোং দিতে ব্যর্থ হলে আমাদের ওপর একটি বিল প্রস্তুত করুন।

ব্যাংক সিল

স্বাক্ষর

ম্যানেজার

[য. বো. ১৬]

ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১

খ. প্রত্যয়পত্র ছাড়া কি বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে অঙ্কিত দলিলটি কোন ধরনের ঋণের দলিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সার্ক এন্ড কোং কীভাবে ১০,০০০,০০০ ডলার সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে, তা ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ প্রত্যয়পত্র ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়।

সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যে বড় অঙ্কের লেনদেন সংঘটিত হয়ে থাকে। তাছাড়া এ লেনদেনগুলো বাকিতে বা ধারে সংঘটিত হয়। এ কারণে রপ্তানিকারক সর্বদা অর্থপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকি অনুভব করে। তার এ অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে লেনদেন মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে। প্রত্যয়পত্র ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারককে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তাপত্র, যা বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে। তাই প্রত্যয়পত্র ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত দলিলটি একটি প্রত্যয়পত্র।

যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমদানিকারকের অপারগতায় নিজে পরিশোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে। প্রত্যয়পত্র এক ধরনের ঋণের দলিল। এতে তিনটি পক্ষ থাকে, যথা: আমদানিকারক বা ক্রেতা, রপ্তানিকারক বা বিক্রেতা ও ব্যাংক।

উদ্দীপকে একটি ঋণের দলিলের চিত্র রয়েছে। এতে তিনটি পক্ষ উলি-খ রয়েছে— DBC ব্যাংক লি., আমেরিকার সার্ক এন্ড কোং ও দেশীয় আমদানিকারক। এতে বলা হয়েছে, আমদানিকারক যদি ২২ জুলাই ২০১৫ এর মধ্যে সার্ক এন্ড কোং-এর রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য বাবদ তাদের পাওনা ১০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে DBC ব্যাংক লি. এ অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ এটি একটি প্রত্যয়পত্র। কেননা এর মাধ্যমে আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারক সার্ক এন্ড কোং-এর অনুকূলে DBC ব্যাংক মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। এটি একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল।

ঘ উদ্দীপকের সার্ক এন্ড কোং সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা ফোরফেটিং এর মাধ্যমে ১০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে পারবে। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে আমদানিকারক বিলের টাকা দিতে অসমর্থ হলে ব্যাংক রপ্তানিকারককে টাকা দিতে বাধ্য থাকে। কেননা ব্যাংক প্রচুর জমা টাকা ও জামানতের বিনিময়ে আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করে। এছাড়া মেয়াদপূর্তির পূর্বে ফোরফেটিং-এর মাধ্যমেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

উদ্দীপকে একটি প্রত্যয়পত্রের চিত্র রয়েছে। সার্ক এন্ড কোং আমেরিকার একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। আর DBC ব্যাংক লি. সার্ক এন্ড কোং এর প্রতি প্রত্যয়পত্র ইস্যু করেছে।

রপ্তানিকারক তার রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্যই প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করে। তাই সার্ক এন্ড কোং তাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ব্যবদ ১০ মিলিয়ন ডলার অর্থ DBC ব্যাংক থেকেই সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে প্রত্যয়পত্রের মেয়াদপূর্তির দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি এ সময়ের আগেই অর্থ সংগ্রহ করতে চায় তাহলে প্রতিষ্ঠানটিকে ফোরফেটিং-এর আশ্রয় নিতে হবে। ফোরফেটিং বলতে রপ্তানিকারকের প্রাপ্য বিলের বাটাকৃত মূল্যকে নগদ পরিশোধ মূল্যে রূপান্তর করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে ফোরফেটার আমদানিকারকের ব্যাংকের নিশ্চয়তা সাপেক্ষে রপ্তানিকারকের সাথে চুক্তি করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী আমদানিকারককে একটি নির্দিষ্ট তারিখে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এর মাধ্যমে রপ্তানিকারক প্রাপ্য বিলের বিপরীতে ঋণের অর্থ সরবরাহ করে।

প্রশ্ন ৮ জনাব সালেক ও জনাব মালেক দুজনই বৈদেশিক ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমজন ভোজ্যতেল আমদানিকারক আর অপরজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। ব্যাংক জনাব সালেকের পক্ষে এক ধরনের পত্র ইস্যু করে না পাঠালে বিদেশি রপ্তানিকারক পণ্য পাঠায় না। প্রতিনিয়ত একরূপ পত্র সংগ্রহের বামেলা থেকে পরিত্রাণের জন্য জনাব সালেক এক ধরনের পত্র সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে জনাব মালেক তার অনুকূলে ইস্যুকৃত বিদেশি আমদানিকারক প্রেরিত পত্র ব্যাংকে বন্ধক রেখে তার বিপক্ষে প্রয়োজনীয় কাপড় ও অন্যান্য পণ্য আমদানির জন্য নতুন পত্র সংগ্রহ করেন।

[ব. বো. ১৬]

- ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? ১
- খ. ফ্যাক্টরিং বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. জনাব সালেক কর্তৃক সংগৃহীত প্রত্যয়পত্র কোন ধরনের? তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ‘জনাব মালেকের সংগৃহীত প্রত্যয়পত্র তার ব্যবসায়ের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ’- এ বক্তব্যের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে হারে মুদ্রাবাজারে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করা হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

খ কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কোনো ফ্যাক্টরি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বাটায় প্রাপ্য বিল বিক্রি করলে তাকে ফ্যাক্টরিং বলে।

ফ্যাক্টরিং-এর মাধ্যমে দেনাসমূহ ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত প্রাপ্য বিলসমূহের ফ্যাক্টরিং করা হয়। সাধারণত ফ্যাক্টরিং-এর সময়কাল হলো ১৮০ দিন এবং এটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের উলি-খিত জনাব সালেক কর্তৃক সংগৃহীত প্রত্যয়পত্রটি হলো ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র।

যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থের পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণপূর্বক খোলা হয় এবং উক্ত সীমা পর্যন্ত বারবার ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব সালেক একজন ভোজ্যতেল আমদানিকারক। প্রতিবার প্রত্যয়পত্র সংগ্রহের বামেলা থেকে মুক্তির জন্য তিনি এক বিশেষ ধরনের পত্র সংগ্রহ করেন। এ পত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত বিলের অর্থ পরিশোধ হলে পুনরায় সে অর্থের জন্য মেয়াদ থাকাকালীন বিনিময় বিল তৈরি করা যায়। এ প্রত্যয়পত্র জনাব সালেক একই অঙ্কের টাকার জন্য বারবার ব্যবহার করতে পারবেন। এর মাধ্যমে একই সময়ে অনেকগুলো লেনদেন মিটানো যায় এবং বারবার প্রত্যয়পত্র খুলতে হয় না। সুতরাং বলা যায়, মি. সালেক ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব মালেকের সংগৃহীত ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র তার ব্যবসায়ের প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যেক্ষেত্রে কোনো হস্তান্তর অযোগ্য প্রত্যয়পত্রের গ্রহীতার বিপক্ষে বা জামানতের ভিত্তিতে অন্যের অনুকূলে ব্যাংক থেকে কোনো নতুন প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করে তাকে ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব মালেক বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত। তাই ব্যবসায়িক কারণেই তার অনুকূলে ইস্যুকৃত বিদেশি আমদানিকারক প্রেরিত পত্র ব্যাংকে বন্ধক রেখে নতুন প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেন। অর্থাৎ তিনি ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেন।

একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে জনাব মালেককে প্রায়ই প্রয়োজনীয় কাপড় ও অন্যান্য কাঁচামাল জাতীয় পণ্য আমদানি করতে হয়। ফলে পণ্য আমদানির জন্য তাকে অবশ্যই প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। আবার গার্মেন্টস পণ্যের রপ্তানিকারক হিসেবে তিনি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেন। তাই তার গ্রহণকৃত প্রত্যয়পত্র জামানত রেখেই তিনি ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে তা তিনি আমদানি ব্যবসায় সহজেই ব্যবহার করতে পারেন এবং নতুন করে প্রত্যয়পত্র খোলার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সুতরাং জনাব মালেকের সংগৃহীত ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্রটি তার ব্যবসায়ের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৯ জনাব রায়হান তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী মি. জন কে ১০ লক্ষ টাকার তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছেন। এর জন্য তিনি গোল্ডম্যান ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন। পোশাক রপ্তানির পূর্বে ডলার-এর মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। জনাব রায়হান খাঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে, এতে জনাব রায়হান আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

- ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
- খ. মেয়াদপূর্তির পূর্বেই প্রাপ্ত বিল বিক্রয় করাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে জনাব রায়হান কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র পেয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ মেয়াদপূর্তির পূর্বেই প্রাপ্ত বিল বিক্রয় করাকে ফ্যাক্টরিং বলে। প্রাপ্য বিল ফ্যাক্টরিং করার সময় কম দামে বিক্রয় করা হয় এবং মেয়াদপূর্তিতে ফ্যাক্টরিং দেনাদারের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নেয়। মেয়াদপূর্তিতে যদি দেনাদার অর্থ পরিশোধ না করে তাহলে সে দায় সাধারণত ফ্যাক্টরিংই বহন করে। প্রাপ্য বিলের মেয়াদপূর্তির পূর্বেই টাকায় প্রয়োজন হলে পাওনাদার প্রাপ্য বিল ফ্যাক্টরিং করে।

গ উদ্দীপকে জনাব রায়হান নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন। যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার জন্য খোলা হয় তাকে নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র বলে। মেয়াদান্বেষণ বা অর্থ পরিশোধ হয়ে গেলে এই প্রত্যয়পত্র বাতিল বলে গণ্য হয়।

উদ্দীপকে জনাব রায়হান তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে মি. জনের কাছে ১০ লক্ষ টাকার তৈরি পণ্য রপ্তানি করেছেন। মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ তিনি গোল্ডম্যান ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন। তার গৃহীত প্রত্যয়পত্রটি একটি নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র যা ডলারের মূল্য কমে যাওয়ার ফলে জনাব রায়হানের আর্থিক ক্ষতির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি। কারণ নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় তিনি যে পরিমাণ ডলার পেয়েছেন তা দেশে নিয়ে এসে ডাঙানোর ফলে তিনি ১০ লক্ষ টাকার কম টাকা পেয়েছেন। ফলে তিনি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন

হয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব রায়হান নির্দিষ্ট প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা-যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিটি যৌক্তিক।

দুই দেশের বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা যোগান তত্ত্ব বলে। এই পদ্ধতিটিকে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব রায়হান তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। তিনি প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মি. জনের কাছে পোশাক রপ্তানি করেন। কিন্তু পরে তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, আমদানি কমে যাওয়ায় দেশে ডলারের চাহিদা কমে গেছে। ফলে ডলারের মূল্য হ্রাস পায় এবং জনাব রায়হান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এক্ষেত্রে ডলারের বিনিময় হার চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে।

চাহিদা-যোগান তত্ত্বটি বিনিময় হার নির্ধারণের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। এর মাধ্যমে কোনো দেশের মুদ্রার মান সে দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। দেশের আমদানি কমে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কমে। পক্ষান্তরে, আমদানি বেড়ে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়ে। ফলে যথাক্রমে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য কমে এবং বাড়ে। অর্থাৎ বিনিময় হারের উপর নির্দিষ্ট কারো কোনো হাতে থাকে না বরং বাজারই বিনিময় হার নির্ধারণ করে নেয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। সুতরাং বলা যায়, চাহিদা-যোগান তত্ত্ব পদ্ধতিটি বিনিময় হার নির্ধারণের সবচেয়ে কার্যকর ও যৌক্তিক পদ্ধতি।

প্রশ্ন ১০ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় বিশ্বজুড়ে বড় ব্যবসায়। বাংলাদেশের ২০০৩ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত বৈদেশিক বিভিন্ন মুদ্রার সাথে টাকার বিনিময় হার সরকার নির্ধারণ করে দিত। এতে দেশের মুদ্রার প্রকৃত মান নিয়ে সর্বমহলে সংশয় বিরাজ করত। এরপর এ পদ্ধতির অবসান ঘটে। এখন আমাদের টাকার মূল্যমান বিদেশি মুদ্রার সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ণীত হয়। এমতাবস্থায় দুটি দেশের নানান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবসায়ীরা চূড়িয়ে ব্যবসা করেন।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

- ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
- খ. বিদেশে অর্থ প্রেরণ ATM কার্ডের ব্যবহার লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণনা অনুযায়ী বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুদ্রা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. মুদ্রা ব্যবসায়ীরা চূড়িয়ে ব্যবসা করতে পারবে —এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যোগান বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ ATM কার্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করা যায় মানুষবিহীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত এ লেনদেন ব্যবস্থা সংক্ষেপে ATM নামে পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক ATM কার্ড যেমন VISA, MASTER CARD এগুলোর মাধ্যমে বিদেশে টাকা প্রেরণ করা যায় বা প্রাপক বিদেশ থেকেই অর্থ উত্তোলন করতে পারে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুদ্রা ভাসমান মুদ্রা।

বাজারে মুদ্রার মান সরকার নিজেই নির্ধারণ করে না দিয়ে বাজারের চাহিদা ও যোগান বা সার্বিক বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে। কোনো মুদ্রা ভাসমান হলে বাজারের চাহিদা ও যোগান পূর্বানুমান করে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় করা সম্ভব।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করার আগে ও পরের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের মুদ্রার বিনিময় হার আগে সরকার থেকে নির্ধারণ করে দেয়া হত। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীরা সব সময় এক ধরনের ভয়ে থাকত। কিন্তু ২০০৩ সালের মে মাসের পরে সেই ভয়ের অবসান ঘটে। এর কারণ হচ্ছে ৩১ মে ২০০৩ সালে বাংলাদেশের মুদ্রাকে বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করা হয়। মুদ্রা ভাসমান হবার কারণেই এখন মুদ্রা ব্যবসায়ীরা বাজার বিশ্লেষণ করে তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারেন। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশের মুদ্রা ভাসমান মুদ্রা।

ঘ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করায় মুদ্রা ব্যবসায়ীরা চূড়িয়ে ব্যবসা করতে পারবে।

কোনো দেশের মুদ্রার মান উক্ত দেশের সরকার নির্ধারণ করে দিতে পারে। আবার বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বা চাহিদা-যোগানের উপর ভিত্তি করে মুদ্রার মান নির্ধারণ হতে পারে। চাহিদা যোগান তত্ত্বটি বিনিময় হার নির্ধারণের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হওয়ায় সব দেশের সরকারই এখন তাদের মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা ঘোষণা করছে।

উদ্দীপকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় এবং বাংলাদেশের মুদ্রার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুদ্রার বিনিময় হার ২০০৩ সালের আগে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। ফলে দেশের মুদ্রার প্রকৃত মান নিয়ে সর্বমহলে এক ধরনের সংশয় বিরাজ করত। কিন্তু এই পদ্ধতির অবসান ঘটে এবং মুদ্রার মান নিয়ে সংশয় দূর হয় ৩১ মে ২০০৩ সালে মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা করার পর। ভাসমান মুদ্রার মান নির্ধারিত হয় বাজারের চাহিদা ও যোগান পরিস্থিতির উপর। এখানে মুদ্রার মানের উপর কারো কোনো হাত থাকে না বরং সার্বিক বাজার পরিস্থিতির উপর তা নির্ভর করে। ফলে ব্যবসায়ীরা বাজার এর চাহিদা-যোগান, আমদানি-রপ্তানি, বাণিজ্য ঘাটতি ইত্যাদি বিবেচনা করে মুদ্রার বিনিময় হার পূর্বানুমান করে চূড়িয়ে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় করতে পারবে।

প্রশ্ন ১১ মিস জয়লিঙ্কা গ্রামের মহিলাদেরকে নিয়ে হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি দেশীয় চাহিদা পূরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড এন্ড সন্স লি.-এর নিকট ৫০,০০০ ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানির অর্ডার পান। রিচার্ড এন্ড সন্স লি. ব্যাংকের মাধ্যমে মিস জয়লিঙ্কাকে ৫ মাসের মধ্যে অর্থ পরিশোধের একটি নিশ্চয়তাপত্র প্রদান করে। পণ্য রপ্তানির ফরমায়েশপত্রে ডলারের মূল্য নির্ধারিত থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। যার ফলে মিস জয়লিঙ্কা আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

- ক. ফোরফেইটিং কী? ১
- খ. আর্থ সামাজিক উন্নয়নে রেমিটেন্সের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. মিস জয়লিঙ্কা রিচার্ড এন্ড সন্স লি.-এর নিকট থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কী বলে তুমি মনে কর? বৈদেশিক বাণিজ্যে এ ধরনের নিশ্চয়তার গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার কোন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে? তত্ত্বটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারককে প্রাপ্য বিলের বিপক্ষে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়ন করার আধুনিক ব্যবস্থাই হলো ফোরফেটিং।

খ বিদেশে কর্মরত জনশক্তি বা প্রবাসীরা বাংলাদেশে যে অর্থ পাঠায় তাই রেমিটেন্স।

রেমিটেন্সের প্রধান ভূমিকা হলো এটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ায়। এছাড়াও রেমিটেন্স জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রেমিটেন্স দেশের মুদ্রার মান বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বেকার সমস্যা সমাধান, ভোগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

গ মিস জয়লিঙ্কা রিচার্ড এন্ড সন্স লি.-এর থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্যের নিশ্চয়তাস্বরূপ প্রত্যয়পত্র পেয়েছে বলে আমি মনে করি।

যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকে পণ্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে। প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমেই ব্যাংক আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে মধ্যস্থতা করে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে।

উদ্বীপকে মিস জয়লিঙ্কা গ্রামের মহিলাদেরকে নিয়ে হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় চাহিদা পূরণ করার পর সম্ভ্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড এন্ড সন্সের নিকট থেকে ৫০,০০০ ডলার পণ্য রপ্তানি করার একটি অর্ডার পায়। রিচার্ড এন্ড সন্স ৫ মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে একটি নিশ্চয়তাপত্র মিস জয়লিঙ্কাকে পাঠায়। এই নিশ্চয়তাপত্রটিই প্রত্যয়পত্র যা বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন এই নিশ্চয়তাপত্রটি পাবার পর মিস জয়লিঙ্কা নির্ভয়ে পণ্য রপ্তানি করতে পারবেন। কারণ তিনি প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে তার পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন। প্রত্যয়পত্র এখানে রপ্তানি বাণিজ্যকে সহজ ও নিরাপদ করেছে। এছাড়াও প্রত্যয়পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যকে পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং বলা যায়, মিস জয়লিঙ্কার প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি হচ্ছে একটি প্রত্যয়পত্র।

ঘ উদ্বীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার চাহিদা যোগান তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্ব সবার কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এটি বৈদেশিক বিনিময় হারের আধুনিক তত্ত্ব নামেও পরিচিত।

উদ্বীপকে মিস জয়লিঙ্কা গ্রামের মহিলাদের নিয়ে হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করেন। সম্ভ্রতি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড এন্ড সন্সের কাছ থেকে একটি রপ্তানি অর্ডার পান। রিচার্ড এন্ড সন্স একটি প্রত্যয়পত্র প্রেরণ করে মিস জয়লিঙ্কাকে। কিন্তু ফরমালেশন পত্রে ডলারের মূল্য নির্ধারিত থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। ফলে মিস জয়লিঙ্কা কিছুটা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এখানে ডলার এবং টাকা উভয়ই ভাসমান মুদ্রা হওয়ায় চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ডলারের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।

ভাসমান মুদ্রাকে বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দেয়া হয়। বাজারে চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। মিস জয়লিঙ্কার ফরমালেশনপত্রে ডলারের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া থাকলেও পরবর্তীতে তা কমে যায়, যার সম্ভাব্য কারণ হলো বাংলাদেশে ডলারের চাহিদা কমে যাওয়া। অথবা আমদানি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ডলারের যোগান বেড়ে যাওয়া। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী যৌক্তিকভাবেই চাহিদা কমে গেলে বা যোগান বেড়ে গেলে বিনিময় হার কমে যায়। আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার বাড়ে বা কমে বলে এই তত্ত্বটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং যৌক্তিক। সর্বোপরি বলা যায়, উদ্বীপকের নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১২ মিস রিয়া ও মিস সীমা দু'জনই বৈদেশিক ব্যবসায় জড়িত। মিস রিমার পক্ষে ব্যাংক প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে যার বিপরীতে রপ্তানিকারক পণ্য পাঠায়। প্রতিনিয়ত এরূপ প্রত্যয়পত্র সংগ্রহের ঝামেলা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি এক বিশেষ ধরনের প্রত্যয়পত্র

সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে মিস সীমা তার অনুকূলে ইস্যুকৃত বিদেশি আমদানিকারক কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যয়পত্র ব্যাংকে বন্ধক রেখে তার বিপক্ষে পণ্য আমদানির জন্য নতুন প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেছেন।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

- ক. ফোরফেটিং কী? ১
- খ. স্থির প্রত্যয়পত্র কী? বুঝিয়ে লিখ। ২
- গ. মিস রিমার পরবর্তীতে সংগৃহীত প্রত্যয়পত্রটি কোন ধরনের? বুঝিয়ে লিখ। ৩
- ঘ. মিস সীমার প্রত্যয়পত্রটি তার ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানে ভূমিকা রাখছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে প্রাপ্য বিলের বিপক্ষে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেটিং বলে।

খ ইস্যুকারী ব্যাংক মেয়াদউত্তীর্ণ ব্যতীত যে প্রত্যয়পত্র বাতিল করতে পারে না তাকে স্থির প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রত্যয়পত্র খোলা হলে ব্যাংক রপ্তানিকারকের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে যে তার পণ্যের মূল্য অবশ্যই পরিশোধ করা হবে। আমদানিকারকের এবং রপ্তানিকারকের মধ্যে মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করে ব্যাংক। স্থির প্রত্যয়পত্রের ক্ষেত্রে আমদানিকারকের মৃত্যু ঘটলে বা দেউলিয়া হলেও ব্যাংক প্রত্যয়পত্রটি বাতিল করতে পারে না।

গ মিস রিমার সংগৃহীত প্রত্যয়পত্রটি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র। ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থের পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ পর্যন্ত পৌনঃপুনিকভাবে প্রত্যয়পত্রটি ব্যবহার করা যায়। ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র খোলার আনুষ্ঠানিক থেকে মুক্তি দেয়।

উদ্বীপকে মিস রিমা বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত। একটি ব্যাংক তার পক্ষে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে। যার বিপরীতে রপ্তানিকারক পণ্য পাঠায়। প্রতিনিয়ত এরূপ প্রত্যয়পত্র সংগ্রহের ঝামেলা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি বিশেষ ধরনের প্রত্যয়পত্র সংগ্রহ করেছেন। তার এ প্রত্যয়পত্রটি একটি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র যা তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বারবার আমদানি করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। ধরা যাক, মিস. রিমা ৬ মাসের জন্য ৭ লক্ষ টাকার ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র খুলেছেন। এই প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে তার ব্যাংক মূলত তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমদানি করার জন্য মিস রিমাকে আর কোনো প্রত্যয়পত্র খুলতে হবে না। একই প্রত্যয়পত্রে মিস রিমা বারবার ব্যবহার করতে পারবে। সুতরাং বলা যায়, মিস রিমা পরবর্তীতে যে প্রত্যয়পত্রটি সংগ্রহ করেছেন সেটি একটি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র।

ঘ মিস সীমার প্রত্যয়পত্রটি তার ব্যবসায়ের অর্থ সংস্থানে ভূমিকা রাখছে।

প্রত্যয়পত্র হচ্ছে একটি দলিল যার মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে তার পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। প্রত্যয়পত্র একটি নিশ্চয়তাপত্র হওয়ায় এর মাধ্যম অর্থসংস্থান করা সম্ভব।

উদ্বীপকে মিস সীমা বৈদেশিক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। তিনি একজন রপ্তানিকারক। তার অনুকূলে বিদেশি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়পত্র আমদানিকারক তাকে প্রেরণ করেছে। তিনি আবার সেই প্রত্যয়পত্র বন্ধক রেখে তার বিপক্ষে পণ্য আমদানির জন্য নতুন একটি প্রত্যয়পত্র ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে ব্যাংক নতুন প্রত্যয়পত্র খোলার ক্ষেত্রে তিনি রপ্তানিকারক হিসেবে যে প্রত্যয়পত্রটি পেয়েছেন সেটি ব্যবহার করেছেন নিশ্চয়তা স্বরূপ।

আমদানিকারকের পক্ষে প্রত্যয়পত্র খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঝুঁকি থাকে। কারণ কোনো কারণে আমদানিকারক যদি পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে ব্যাংককে তা পরিশোধ করতে হবে। এজন্য

ব্যাংক আমদানিকারকের কাছ থেকে নিশ্চয়তা স্বরূপ অর্থ বা কোনো জামানত চায়। মিস সীমার ক্ষেত্রে তার ব্যাংকের জন্য জামানত বা নিশ্চয়তাস্বরূপ কাজ করেছে রপ্তানিকারক হিসেবে প্রাপ্ত তার প্রত্যয়পত্রটি। সুতরাং মিস সীমা প্রত্যয়পত্রটি দেয়ার মাধ্যমে তার আমদানি করার জন্য প্রত্যয়পত্র খোলার খরচ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যয়পত্রটি মিস সীমার ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানে ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন ১৩ জনাব হাকিম সাহেব তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মি. আরেফিনের নিকট হতে ব্যাংকের একটি ঋণের দলিলের মাধ্যমে কিছু টাকা ধার করেন। এক্ষেত্রে জনাব হাকিমের পক্ষ থেকে ব্যাংক মি. আরেফিনকে তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ ফেরত পাবার নিশ্চয়তা দেয় এবং পরবর্তীতে জনাব হাকিম হঠাৎ করে জাপান চলে যান এবং দীর্ঘদিন পরে বাংলাদেশে ফিরে আসে। তবে এ ব্যাপারে মি. আরেফিন বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

[ঢাকা সিটি কলেজ]

- ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
খ. প্রত্যয়পত্র ছাড়া কি বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ঋণ দলিলের মাধ্যমে জনাব হাকিম অর্থ ধার করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. আরেফিন তার প্রদত্ত ঋণের অর্থ প্রাপ্তিতে কেন বিচলিত হননি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মুদ্রার মান মুদ্রাবাজারের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা সৃষ্টি হয় তাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ প্রত্যয়পত্র ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক সাধারণত অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই আমদানিকারকও পণ্য প্রাপ্তির পূর্বে মূল্য পরিশোধে ঝুঁকি নিতে চায় না। আবার, রপ্তানিকারকও মূল্য প্রাপ্তির পূর্বে পণ্য প্রেরণ করতে চায় না। এমতাবস্থায় ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়। এরূপ নিশ্চয়তা ছাড়া অর্থাৎ প্রত্যয়পত্র ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকে প্রত্যয়পত্র দলিলের মাধ্যমে জনাব হাকিম অর্থ ধার করেছিলেন।

প্রত্যয়পত্র হলো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত গ্রাহকের পক্ষে অন্য ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তাপত্র। সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যে এটি ব্যবহৃত হলেও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে এটি সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উদ্দীপকে জনাব হাকিম সাহেব মি. আরেফিনের নিকট হতে কিছু টাকা ধার করেন। তবে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত একটি দলিলের কারণে মি. আরেফিন হাকিম সাহেবকে অর্থ ধার দেন। কেননা, এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক হাকিম সাহেবের পক্ষে মি. আরেফিনকে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছে। অর্থাৎ হাকিম সাহেব ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংক এ অর্থ পরিশোধ করবে। এ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, এ দলিলটি হলো প্রত্যয়পত্র।

ঘ উদ্দীপকে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের অর্থ ফেরতের নিশ্চয়তা প্রদান করায় মি. আরেফিন বিচলিত হননি।

প্রত্যয়পত্র হলো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের নিশ্চয়তাপত্র। এ পত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংক অন্য ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়।

উদ্দীপকে মি. আরেফিন প্রত্যয়পত্র দলিলের মাধ্যমে জনাব হাকিমকে ঋণ প্রদান করেন। মূলত এ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক মি. আরেফিনের অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। পরবর্তীতে জনাব হাকিম হঠাৎ জাপান চলে গেলেও মি. আরেফিন বিচলিত হননি।

এখানে জনাব হাকিম ঋণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক এ অর্থ পরিশোধ করবে। কেননা, ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে মি. আরেফিনকে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাই জনাব হাকিম দেশে না থাকলেও মি. আরেফিনের কোনো ঝুঁকি নেই। আর এ কারণেই তিনি বিচলিত হননি।

প্রশ্ন ১৪ জনাব সাঈদ একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি জানেন দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০% আসে এ খাত থেকে। তবে তা আমাদের দেশের মুদ্রাকে শক্তিশালী করছে না। এর কারণ জনাব সাঈদের তৈরি পোশাকের জন্য বেশিরভাগ খরচই চলে যায় কাঁচামাল আমদানি বাবদ ব্যয়ে। আবার আরব বিশ্বে বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রমিক নেয়া বন্ধ ছিল। সম্প্রতি সৌদি আরব আবার শ্রমিক নিবে বলে ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণায় জনাব সাঈদ ভবিষ্যতে মুদ্রার মূল্যমান শক্তিশালী হবে বলে আশা করছেন।

[আবদুল কাদের মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী]

- ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
খ. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব সাঈদ টাকা শক্তিশালী না হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কারণ উল্লেখ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব সাঈদের প্রত্যাশা অনুযায়ী মুদ্রামান শক্তিশালী হবে কীভাবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ব্যবহার করা হয়। আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মাঝে ব্যাংক মধ্যস্থতা করে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারককে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, কোনো কারণে আমদানিকারক পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তা পরিশোধ করবে।

গ জনাব সাঈদ টাকা শক্তিশালী না হওয়ার ক্ষেত্রে লেনদেনের উদ্ভবের কথা উল্লেখ করেছেন।

চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশের মুদ্রার মান নির্ভর করে মুদ্রাটির চাহিদা ও যোগানের উপর। আবার কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদা ঐ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের উদ্ভবের সাথে সম্পর্কিত। লেনদেনের উদ্ভব অনুকূলে হলে বিদেশে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা বাড়ে ফলে মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে জনাব সাঈদ একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি জানেন যে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ আসে গার্মেন্টস খাত থেকে। কিন্তু সেটি আমাদের মুদ্রাকে ততটা শক্তিশালী করছে না কারণ জনাব সাঈদের তৈরি পোশাকের বেশির ভাগ খরচই চলে যায় কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত ব্যয়ে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। রপ্তানি থেকে আয় হওয়া বেশিরভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আমদানির জন্য ব্যয় হয়ে যাওয়ার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার যোগান কমে যায়। আবার এর বাণিজ্য ঘাটতির কারণে বিদেশে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা কম থাকে। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই ঘাটতি দেশীয় মুদ্রার মানকে শক্তিশালী করছে না।

ঘ জনাব সাঈদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বেশি রেমিট্যান্স আসার মাধ্যমে মুদ্রামান শক্তিশালী হবে।

দেশে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেলে দেশীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পেলে দেশীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে জনাব সাঈদ একজন গার্মেন্টেস ব্যবসায়ী। তিনি দেশের মুদ্রামান কমে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত। তবে আবার বিশ্বে শ্রমিক নেয়া বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ থেকে পুনরায় চালু হওয়ায় তিনি আশাবাদী যে মুদ্রার মান বাড়বে। কারণ বিদেশ থেকে শ্রমিকেরা অর্থ পাঠালে তা বৈদেশিক মুদ্রায় পাঠাবে এবং দেশের রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে। ফলে মুদ্রার মান বাড়বে। রেমিট্যান্স মুদ্রার মান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। চাহিদা যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী দেশে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বেশি এবং যোগান কম থাকলে দেশীয় মুদ্রার মান কমে। পক্ষান্তরে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগান থাকলে দেশীয় মুদ্রার মান বাড়ে। কারণ তখন মানুষ কম টাকার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারে। রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে বিদেশ থেকে বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা আসলে দেশে যোগান বৃদ্ধি পাবে। ফলে জনাব সাঈদের আশা অনুযায়ী দেশের মুদ্রামান শক্তিশালী হবে।

প্রশ্ন ১৫ বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তি এবং আমদানীকৃত পণ্যের প্রাপ্তি নিয়ে যাতে কাউকেই চিন্তার মধ্যে থাকতে না হয় এজন্য একটি বহুল ব্যবহৃত ঋণের দলিল ব্যবহৃত হয়। এই দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এতে ব্যাংক তার আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমদানিকারকের অপারগতায় নিজে সেটি পরিশোধ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টিসহ সামগ্রিক উন্নয়নে অনস্বীকার্য ভূমিকা রাখছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

- ক. নগদ ঋণ কী? ১
- খ. “জামানতযুক্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য নিরাপদ”- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের এই ঋণের দলিলটির মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত দলিলটি ব্যবসা বাণিজ্যে কীভাবে সহায়তা করছে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপক্ষে ব্যাংক তার ব্যবসায়ী গ্রাহককে চলতি হিসাবের মাধ্যমে যে ঋণ প্রদান করে তাকে নগদ ঋণ বলে।

খ ব্যাংক ঋণ পরিশোধ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ জামানত নেয় বলে জামানতযুক্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য নিরাপদ।

ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতা ব্যাংকে যে সম্পত্তি বন্ধক রাখে বা গ্যারান্টি প্রদান করে তাই জামানত। জামানতযুক্ত ঋণ পরিশোধে ঋণগ্রহীতা ব্যর্থ হলে ব্যাংক জামানতের সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের টাকা উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু জামানত বিহীন ঋণের ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব নয়। এজন্যই জামানতযুক্ত ঋণ ব্যাংকের জন্য বেশি নিরাপদ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আমদানি-রপ্তানি কাজে সহায়তাকারী দলিলটির নাম হলো প্রত্যয়পত্র।

যে দলিলের মাধ্যমে আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে এই কর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, কোনো কারণে আমদানিকারক পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করলে ব্যাংক তা পরিশোধ করবে। ব্যাংকের মধ্যস্থতায় শুধুমাত্র প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমেই আমদানি-রপ্তানি সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের আলোচনার মাধ্যমে মূলত প্রত্যয়পত্রের কথা বলা হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ফরমায়েশ প্রদান করে উপযুক্ত রপ্তানিকারক নির্বাচন করার পর। রপ্তানিকারক ফরমায়েশপত্রে সম্পত্তি

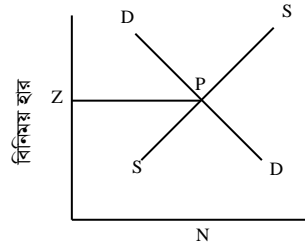
প্রদান করলে আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র পাঠাতে বলে। আমদানিকারক তার ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে একটি প্রত্যয়পত্র খুলে তা রপ্তানিকারককে পাঠায়। রপ্তানিকারক শুধুমাত্র প্রত্যয়পত্র পাওয়ার পরই তার পণ্য পাঠায়। পরে সেই প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমেই পণ্যের মূল্য পরিশোধিত হয় এবং আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রত্যয়পত্র ছাড়া মূলত রপ্তানিকারক পণ্য পাঠাতে সম্মত হত না। কারণ রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধ্যকার পরস্পরের বিশ্বাসের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করেছে প্রত্যয়পত্র।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রত্যয়পত্রটি ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে।

প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে হয়ে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্য প্রাপ্তি নিয়ে অনিশ্চয়তায় মধ্যে থাকতে হয় না প্রত্যয়পত্রের কারণে। এই দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়।

প্রত্যয়পত্র বৈদেশিক বাণিজ্যকে সহজ ও নিরাপদ করেছে। রপ্তানিকারক ব্যাংক থেকে নিশ্চয়তাপত্র অর্থাৎ প্রত্যয়পত্র না পেলে সাধারণত পণ্য রপ্তানি করে না। কারণ আমদানিকারক যদি পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করে সেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু ব্যাংক প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করায় রপ্তানিকারকের পণ্য প্রেরণে আর কোনো সমস্যা থাকে না। প্রত্যয়পত্র না থাকলে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে বোঝা পড়ায় কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকত না ফলে আমদানি বা রপ্তানি কমে যেত বা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াত। আবার প্রত্যয়পত্র আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল হিসেবেও কাজ করে। সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্রের সহায়তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ১৬



মুদ্রার চাহিদা ও যোগান

[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]

- ক. প্রত্যয়পত্র কাকে বলে? ১
- খ. মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের চিত্রটিতে P বিন্দু কী নির্দেশ করে। বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. চিত্রে কোন পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ করার পদ্ধতিটি মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

স্বর্ণমান ব্যবস্থা অনুসরণকারী দেশগুলো তাদের মুদ্রামান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ

করলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ বলে। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় নির্ধারিত হারটিকে টাকশাল হার (Mint per Exchange) বলে এবং এরূপ হার নির্ধারণ পদ্ধতিটিকে মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব বলে। এরূপ পদ্ধতি বর্তমানকালে প্রচলিত নেই।

গ উদ্দীপকের চিত্রটিতে P বিন্দু বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য নির্দেশ করে।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের পরস্পর চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। আবার এই তত্ত্বের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার দেশী মুদ্রার মাধ্যমে কত তা নির্দেশ করা হয়।

চিত্রে আনুভূমিক অক্ষে মুদ্রার চাহিদা বা যোগানের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে বিনিময় হার নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের চিত্রের P বিন্দুতে চাহিদা রেখা DD এবং যোগান রেখা SS পরস্পর ছেদ করেছে। P বিন্দুতে PN বিনিময় হারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য হয়েছে। অর্থাৎ P বিন্দুতে PN পরিমাণ দেশী মুদ্রার বিনিময়ে ZP পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাবে এবং চাহিদা ও যোগানের সমতা হবে। অর্থাৎ এই বিনিময় হারে কোনো বাড়তি চাহিদা বা বাড়তি যোগান থাকবে না।

ঘ চিত্রে চাহিদা ও যোগান পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

দু দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলা হয়। এই পদ্ধতিতে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারণ করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এখানে, আনুভূমিক ও উল্লম্ব অক্ষে যথাক্রমে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যোগান ও বিনিময় হার দেখানো হয়েছে। DD রেখা দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং SS রেখা দিয়ে যোগান বোঝানো হয়েছে। DD ও SS রেখা পরস্পর P বিন্দুতে ছেদ করেছে। অর্থাৎ P ভারসাম্য বিন্দু।

এই পদ্ধতিতে চাহিদা-যোগানের পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট বিনিময় হার বিশ্লেষণ করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। DD রেখাটি নিম্নোক্তা যা নির্দেশ করে বিনিময় হার কমলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। আবার SS রেখা উর্ধ্বগামী যা নির্দেশ করে বিনিময় হার বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের পরিমাণ বাড়ে। P বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান সমান হয় বলে এখানে কোনো উদ্বৃত্ত চাহিদা বা যোগান থাকে না। সর্বোপরি বলা যায়, উপরের চিত্রটি চাহিদা-যোগান তত্ত্বের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারণ করার পদ্ধতি।

প্রশ্ন ১৭ জনাব নিয়াজ ভারত হতে কয়লা আমদানি করেন। আমদানিকৃত এক টন কয়লার দাম বাংলাদেশি টাকায় ২৫,০০০ টাকা। যা ভারতে প্রায় ১৭,০০০ রপি। অর্থাৎ বাংলাদেশে ১.৫ টাকায় যে কয়লা পাওয়া যায়, ভারতে ১ রপিতে তা পাওয়া যায়। এভাবেই তিনি বিনিময় হার নির্ধারণ করেন। তবে সম্প্রতি সীমান্ত জটিলতার কারণে ভারতের সাথে বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আশঙ্ক কলেজ/

- ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
- খ. রপ্তানি বৃদ্ধিতে রেমিট্যান্স কীভাবে সহায়ক? ২
- গ. জনাব নিয়াজের কয়লা আমদানিতে ব্যবহৃত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ায় জনাব নিয়াজের বিনিময় নির্ধারণ পদ্ধতিটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ রপ্তানিকারকের মূলধন সমস্যা সমাধান করার মাধ্যমে রেমিট্যান্স রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

রেমিট্যান্স হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ। প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা দেশে টাকা পাঠায় ফলে দেশের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানিকারকেরা সহজে মূলধন পান এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহার করেন। ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

গ কয়লা আমদানিতে জনাব নিয়াজের ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হলো ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব।

দুটি দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দেশের মূল্যস্ফুরের উপর এর মুদ্রার বিনিময় হার নির্ভরশীল।

উদ্দীপকে জনাব নিয়াজ ভারত থেকে কয়লা আমদানি করেন। আমদানিকৃত কয়লার দাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। বাংলাদেশে ১.৫ টাকায় যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায় ভারতে একই পরিমাণ কয়লা ১ রপিতে পাওয়া যায়। এভাবেই তিনি বিনিময় হার নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি মুদ্রার মান নির্ধারণ করেন। কয়লা এখানে নির্দিষ্ট পণ্য এবং এর দামের উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত বিনিময় হার হলো ১ রপি সমান ১.৫ টাকা। ধরা যাক কোনো কারণে বাংলাদেশে ২ টাকায় ভারতের ১ রপির সমপরিমাণ কয়লা পাওয়া যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুদ্রার মান কমে যাবে এবং ২ টাকা সমান এক রপি হবে। এই পদ্ধতিতেই জনাব নিয়াজ বিনিময় হার নির্ধারণ করেন।

ঘ বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবার ফলে ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্বটি তার কার্যকারিতা হারাতে পারে।

ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশের মুদ্রার মান নির্ধারণ করা হয় মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। কোনো মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে এর বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়। একইভাবে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে বিনিময় হার হ্রাস পায়। কিন্তু এই তত্ত্ব অনুসারে বিনিময় হার নির্ধারণের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

উদ্দীপকে জনাব নিয়াজ ভারত থেকে কয়লা আমদানি করেন। তিনি ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব ব্যবহার করে বিনিময় হার নির্ধারণ করেন। কয়লার মূল্যের উপর ভিত্তি করে দেখা যায় রপির বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার ১ : ১.৫। তবে সম্প্রতি সীমান্ত জটিলতার কারণে ভারতের সাথে বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। মূলত এই প্রতিবন্ধকতার কারণে ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব পদ্ধতিটি অকার্যকর হয়ে পড়বে।

বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ার ফলে দুটি দেশের পণ্য পাশাপাশি নিয়ে তুলনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আবার মূল্যস্ফুরের সূচক ওঠানামা করে বিধায় নিশ্চিন্তভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ভারতের সাথে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে জনাব নিয়াজ বুঝতে পারবেন না ভারতে কয়লার দামের কি পরিস্থিতি। ফলে রপির সাথে বাংলাদেশের টাকার বিনিময় হার ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব অনুযায়ী নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ পদ্ধতিটি এর কার্যকারিতা হারাতে পারে।

প্রশ্ন ১৮ ইস্টার্ন ব্যাংক লি. ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। ২০১৬ সালে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন ছিল ৭০২.৮৬ কোটি টাকা। ব্যাংকটি দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগ করে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে ব্যাংকটি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়পত্র, যেমন-দলিল প্রত্যয়পত্র, ব্যাক টু ব্যাক প্রত্যয়পত্র, রপ্তানি প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি খোলার ব্যবস্থা করে। তাদের এ সকল সেবা দেশের বাণিজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]

ক. চেক কী?

১

- খ. 'জামানতের মূল্যের স্থিতিশীলতা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অন্যতম বিবেচ্য বিষয়' –ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ইস্টার্ন ব্যাংক কোন কোন স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে– আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রত্যয়পত্রের সাহায্যে একজন ব্যবসায়ী কীভাবে পণ্য আমদানি করতে পারে? সে প্রক্রিয়া আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চেক হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাংকের প্রতি লিখিত শর্তহীন একটি নির্দেশ।

খ অব্যক্তিক জামানতের ক্ষেত্রে এর মূল্যের স্থিতিশীলতা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জামানতের মূল্য স্থিতিশীল না হলে ব্যাংকসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ যে ব্যাংক ঋণের বিপরীতে ব্যাংক জামানত রেখেছে সেটির বাজারমূল্য ওঠানামা করতে থাকলে সেটি উক্ত ঋণের বিপক্ষে অপার্যাপ্ত জামানত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা ব্যাংকের জন্য বিপজ্জনক। তাই জামানতের মূল্যের স্থিতিশীলতা ব্যাংকের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

গ স্বল্পমেয়াদি উৎসসমূহ ব্যাংকের তহবিলের অন্যতম উৎস। ব্যাংকের তহবিল দুই ধরনের হতে পারে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি। ব্যাংক সাধারণত স্বল্পমেয়াদি তহবিলের ব্যবসায়ী। তবে পরিশোধিত মূলধন, সঞ্চিতি তহবিল ইত্যাদি ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের উৎস। স্বল্পমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করার জন্য ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের উৎস ব্যবহার করে থাকে।

উদ্দীপকে ইস্টার্ন ব্যাংক লি. ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংকটি এর স্বল্পমেয়াদি মূলধনের উৎস হিসাবে প্রথমত গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতকে ব্যবহার করে। ব্যাংকটি মুদ্রাবাজার থেকেও প্রয়োজনে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করে থাকে। ইস্টার্ন ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি মূলধনের আরেকটি উৎস হতে পারে ব্যাংকটির অবস্থিত মুনাফা এবং সঞ্চিতি। অদাবিকৃত লভ্যাংশ, লাভ-ক্ষতি হিসাবের জের, ঋণ ক্ষতি সঞ্চিতি হিসাব ইত্যাদি উৎস থেকেও ইস্টার্ন ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করতে পারে।

ঘ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যয়পত্রের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, আমদানিকারক কোনো কারণে মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তা পরিশোধ করে দেবে। আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

উদ্দীপকে ইস্টার্ন ব্যাংক লি. সফলতার সাথে ব্যবসায় করে আসছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে ব্যাংকটি বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে। ব্যাংকটি প্রত্যয়পত্র ইস্যুর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানিকারক উভয়কেই সহযোগিতা করে। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানি করতে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়।

আমদানি করার জন্য কোনো আমদানিকারককে প্রথমেই তথ্য সংগ্রহ করে রপ্তানিকারক নির্বাচন করে তাকে ফরমায়শপত্র প্রদান করতে হবে। রপ্তানিকারক ফরমায়শ অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করতে সম্মত বলে আমদানিকারকের কাছে সম্মতিপত্র প্রেরণ করবে এবং প্রত্যয়পত্র পাঠানোর জন্য অনুরোধ করবে। এরপর আমদানিকারক ইস্টার্ন ব্যাংক থেকে প্রত্যয়পত্র খুলে তা রপ্তানিকারককে পাঠাবে। রপ্তানিকারক প্রত্যয়পত্রকে মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ বিবেচনা করে পণ্য পাঠাবে। জাহাজী দলিলসহ বিনিময় বিল তৈরি করে তা আমদানিকারকের নিকট পাঠাবে। এরপর বিনিময় বিলে স্বীকৃতিপূর্বক জাহাজ থেকে পণ্য

খালাসের ব্যবস্থা করে এবং রপ্তানিকারককে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করে। মূল্য পরিশোধের মধ্য দিয়ে আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন ১৯ জনাব অভিক একজন আমদানিকারক। তিনি নিয়মিতভাবে চীন থেকে ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানি করেন। বার বার প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা এড়াতে তিনি প্রাইম ব্যাংক লি. এর দ্বারস্থ হন। এক্ষেত্রে তিনি আগামী ৬ মাসের জন্য ৩ কোটি টাকার একটি প্রত্যয়পত্র খোলেন। উলি-খিত সময়ের মধ্যে তিনি একাধিকবার সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকার লেনদেনের জন্য একটি প্রত্যয়পত্রটি ব্যবহার করতে পারবেন। জনাব অভিক এই সুবিধার জন্য প্রাইম ব্যাংকের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

ক. যথাকালে ধারক কী? ১

খ. 'ব্যাংক এমন স্বচ্ছলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করবে যাতে সকল পক্ষ ব্যাংকের আস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভ করতে পারে।' BASEL III এর কোন স্তম্ভকে নির্দেশ করেছে তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্রের কথা বলা আছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাইম ব্যাংক লি. এর ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো চেক মূল্যবান বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত হলে, পরিশোধের তারিখ পার হবার পূর্বে ধারক হলে এবং গ্রহণকালে প্রদানকারীর স্বত্ব ত্রুটি আছে বলে বিশ্বাসের যদি কোনো কারণ না থাকে তবে ঐ চেকের ধারক, প্রাপক বা অনুমোদনবলে প্রাপককে যথাকালে ধারক বলে।

খ উক্তিটি দ্বারা BASEL-III এর স্তম্ভ-৩ কে নির্দেশ করা হয়েছে।

স্তম্ভ-৩ হচ্ছে বাজার শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত। এরূপ শৃঙ্খলার বিষয় হলো ব্যাংক এমন স্বচ্ছলতার সাথে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে যাতে সকলেই ব্যাংকের অবস্থা, ঝুঁকি ইত্যাদি বুঝতে পারে। এই স্তম্ভটি মূলত বিভিন্ন পক্ষকে ব্যাংক সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়ার জন্য BASEL-III তে অঙ্গীভুক্ত করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্রের কথা বলা হয়েছে।

যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থের পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্টপূর্বক খোলা হয় এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পৌনঃপুনিকভাবে সমপরিমাণ বা কম পরিমাণ অর্থের জন্য ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে।

উদ্দীপকে জনাব অভিক একজন আমদানিকারক। তিনি চীন থেকে নিয়মিতভাবে পণ্য আমদানি করেন। বারবার প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা এড়াতে তিনি প্রাইম ব্যাংক লি. এ আগামী ৬ মাসের জন্য ৩ কোটি টাকার একটি প্রত্যয়পত্র খোলেন। তিনি পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে উক্ত প্রত্যয়পত্রটি একাধিকবার ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বারবার ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ তার প্রত্যয়পত্রটি তিনি একবারই খুলেছেন এবং বারবার ব্যবহার করবেন। এটি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্রের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্রের কথা বলা হচ্ছে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাইম ব্যাংক লি. এর অবদান অপরিমিত।

একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর। ব্যাংক মানুষের ছোট ছোট সঞ্চয় সংগ্রহ করে এবং মূলধন গঠনে সহায়তা করে। ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার

পরিচালকও বটে। অর্থাৎ ব্যাংককে ঘিরেই অর্থনৈতিক অবস্থা আবর্তিত হয়।

উদ্দীপকে জনাব অভিক একজন আমদানিকারক। তিনি প্রাইম ব্যাংক লি. এর মাধ্যমে প্রত্যয়পত্র খুলে চীন থেকে ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানি করেন। প্রাইম ব্যাংক এখানে জনাব অভিককে আমদানিতে সহায়তা করেছে। ব্যাংকটি এভাবে আমদানি রপ্তানিতে সহায়তা করার মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটায়। এছাড়াও ব্যাংকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

প্রথমত প্রাইম ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করে বিভিন্ন ডকুমেন্টের মাধ্যমে। ব্যাংকটি মূলধন গঠন ও সরবরাহে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের লেনদেন সহজে নিষ্পত্তি করার সুযোগ দিয়ে ব্যাংকটি সহায়তা করে। তাছাড়া কৃষি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি, সরকারকে ঋণদান ইত্যাদি বিবিধ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন▶২০ জনাব আমির একটি আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং তার বন্ধু রহিম একজন ব্যাংক ম্যানেজার। জনাব আমির ইন্ডিয়া থেকে চাল আমদানি করেন। ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত দলিলের মাধ্যমে আমদানিকৃত চালের মূল্য পরিশোধের জন্য তিনি তার বন্ধু ব্যাংক ম্যানেজারের নিকট গেলেন। সম্ভ্রতি সম্ভ্রাসী হামলার কারণে দেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে এবং মুদ্রা বিনিময় হার হ্রাস পেয়েছে। তাই আমিরের বন্ধু তাকে পরবর্তীতে আমদানি না করার পরামর্শ দিলেন।

[ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]

ক. ব্যাংক গ্যারান্টি পত্র কী? ১

খ. একজন ছাত্রের জন্য কোন হিসাব উপযোগী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আমির কোন দলিলে মাধ্যমে চালের মূল্য পরিশোধ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব আমিরের বন্ধুর আমদানি না করার পরামর্শ কি যৌক্তিক? যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক গ্যারান্টিপত্র হচ্ছে দেনাদারের পক্ষে ইস্যুকৃত একটি নিশ্চয়তা যাতে ব্যাংক এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, দেনাদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তা ব্যাংক পরিশোধ করবে।

খ একজন ছাত্রের জন্য উপযোগী হিসাব হলো স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব। স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাংক যে বিশেষ হিসাবের সুযোগ দেয় তাতে স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এক্ষেত্রে স্কুলে ব্যাংকের শাখা খোলা হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা তাদের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করতে পারে।

গ জনাব আমির ব্যাংক আজ্ঞাপত্রের মাধ্যমে চালের মূল্য পরিশোধ করেছেন।

কোনো ব্যাংক শাখা তার অন্য কোনো শাখা ব্যাংককে বা তার প্রতিনিধি ব্যাংককে যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা আদেশানুসারে অন্য কাউকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাহিবামাত্র প্রদান করার লিখিত নির্দেশ দেয় তাকে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলে। এটি হস্তান্তরযোগ্য দলিল নয়।

উদ্দীপকে জনাব আমির একটি আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার বন্ধু রহিম একজন ব্যাংক ম্যানেজার। জনাব আমির ইন্ডিয়া থেকে চাল আমদানি করেন। ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত দলিলের মাধ্যমে চালের মূল্য পরিশোধের জন্য তিনি তার বন্ধু রহিমের কাছে গেলেন। ব্যাংক ম্যানেজার রহিমের কাছ থেকে তিনি ব্যাংক আজ্ঞাপত্র নিবেন। বৈদেশিক

বাণিজ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য এই দলিলটি ব্যবহার করা হয়। দলিলটি জনাব আমির ব্যাংকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রপ্তানিকারককে পাঠাবেন। রপ্তানিকারক উক্ত ব্যাংকের কোনো শাখা থেকে আজ্ঞাপত্রটি ভাঙ্গিয়ে টাকা সংগ্রহ করে নেবে। সুতরাং বলা যায়, ব্যাংকের আজ্ঞাপত্রের মাধ্যমেই জনাব আমির চালের মূল্য পরিশোধ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব আমিরের বন্ধুর আমদানি না করার পরামর্শটি যৌক্তিক।

কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার অনেকাংশে আমদানি-রপ্তানির উপর নির্ভর করে। চাহিদা যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী আমদানি বেড়ে গেলে দেশের মুদ্রার দাম কমে কারণ বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কমে। আবার উল্টোটাও সত্য।

উদ্দীপকে জনাব আমির একটি আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মালিক। তিনি ইন্ডিয়া থেকে চাল আমদানি করে ব্যাংকের আজ্ঞাপত্রের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করেন। তার বন্ধু রহিম তাকে পরামর্শ দেয় পরবর্তীতে আমদানি না করার জন্য। কারণ বাংলাদেশি মুদ্রার দাম এমনিতেই কমে গেছে।

সম্ভ্রতি সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে দেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। ফলে মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পেয়েছে। রপ্তানি কমে গেলেও আমদানির পরিমাণ কমে। ফলে দেশে বিদেশি মুদ্রার চাহিদা বেড়ে গেছে। কিন্তু রপ্তানি কম হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার যোগান পর্যাপ্ত হচ্ছে না। ফলে বিদেশি মুদ্রার দাম বাড়ছে। এমতাবস্থায় চাল বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকার পরেও আরো আমদানি করলে দেশীয় মুদ্রার মান আরো হ্রাস পাবে। তাই জনাব আমিরের বন্ধু রহিম মুদ্রার বিনিময় হারের কথা চিন্তা করে জনাব আমিরকে চাল আমদানি করতে নিষেধ করেন যা যৌক্তিক।

প্রশ্ন▶২১ করিম বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের তৈরি হস্তজাতশিল্প পণ্য রপ্তানি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়া করিমকে ৬ মাসের মধ্যে পণ্য রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয়পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি করিমকে জানান যে, এই ৬ মাসের মধ্যে নাদিয়া হঠাৎ কোন কারণে মৃত্যুবরণ করলেও নাদিয়ার ব্যাংক করিমের বিল পরিশোধ করবে। পণ্য রপ্তানির পূর্বে ডলারের মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। করিম জানতে পারেন যে, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে এতে করিম আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর]

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১

খ. ফ্যাক্টরিং এর চেয়ে ফোরফেটিং কার্য কেন ব্যাপকতর? ২

গ. উদ্দীপকে করিম নাদিয়ার নিকট থেকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে করো? যুক্তিসহ লেখো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর ও লেনদেন নিষ্পত্তির কৌশলকে বৈদেশিক বিনিময় বলে।

খ ফ্যাক্টরিংয়ের চেয়ে ফোরফেটিংয়ের কার্যপরিধি ব্যাপকতর।

বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের প্রাপ্য বিলের বিপরীতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের আধুনিক ব্যবস্থাকেই ফোরফেটিং বলে। ফ্যাক্টরিংয়ের ক্ষেত্রে বিল ক্রয়, হিসাব সংরক্ষণ, বিলের অর্থ আদায় ইত্যাদিকে মুখ্য বিষয় হিসেবে ধরা হলেও ফোরফেটিংয়ের কার্যক্রম এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এক্ষেত্রে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যকার প্রস্তুতবিত পুরো

লেনদেনটিকেই বিবেচনায় আনা হয় বলে ফোরফেইটিংয়ের পরিধি তুলনামূলকভাবে ব্যাপক।

গ উদ্দীপকে করিম নাদিয়ার নিকট থেকে স্থির প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন।

যে প্রত্যয়পত্র মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যতীত ইস্যুকারী ব্যাংক বাতিল করতে পারে না তাকে স্থির প্রত্যয়পত্র বলে। যে কোনো অবস্থাতেই এই প্রত্যয়পত্র বাতিল যোগ্য নয়। এমনকি গ্রাহকের মৃত্যু ঘটলে বা দেউলিয়া হলেও এই প্রত্যয়পত্র বাতিলযোগ্য নয়।

উদ্দীপকে করিম বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়া করিমকে ৬ মাসের মধ্যে পণ্য রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয়পত্র প্রেরণ করেন। নাদিয়া রপ্তানিকারক করিমকে জানান যে, এই ৬ মাসের মধ্যে নাদিয়া হঠাৎ কোনো কারণে মৃত্যুবরণ করলেও নাদিয়ার ব্যাংক বিল পরিশোধ করবে। অর্থাৎ প্রত্যয়পত্রটির মাধ্যমে করিম পণ্য রপ্তানি করলে আমদানিকারকের যাই হোক না কেন তিনি পণ্যের মূল্য পাবেন। এমনকি নাদিয়ার মৃত্যু হলেও প্রত্যয়পত্র বাতিল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায়, করিম নাদিয়ার নিকট থেকে একটি স্থির প্রত্যয়পত্র পেয়েছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতিটি পুরোপুরি যৌক্তিক।

দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা-যোগান তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো মুদ্রার চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে এবং যোগান বাড়লে দাম কমে।

উদ্দীপকে করিম গ্রামের মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নাদিয়ার নিকট থেকে স্থির প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি করার অর্ডার পান। কিন্তু সমস্যা হলো পণ্য রপ্তানির পূর্বে ডলারের মূল্য বেশি থাকলেও পরবর্তীতে তা হ্রাস পায়। অর্থাৎ আগে ডলারের বিপরীতে ৮৩ টাকা পাওয়া গেলে এখন পাওয়া যাবে ধরা যাক ৮০ টাকা। এতে করিম আর্থিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বাংলাদেশের আমদানি কমে যাওয়ার কারণে ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে ফলে এর মূল্যও কমে গেছে। অর্থাৎ ডলারের মূল্য কেউ কমিয়ে দেয়নি। বরং বাজারের চাহিদা এবং যোগানের উপর ভিত্তি করে দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে গেছে। এটিই চাহিদা-যোগান তত্ত্বের সুবিধা। কোনো দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিমাপকের উপর ভিত্তি করে এর মুদ্রার মান বৃদ্ধি পাবে। ফলে কেউই মুদ্রার মানের উপর কোনো প্রভাব খাটাতে পারবে না এবং বাজারে নিখুঁতভাবে মুদ্রার মান নির্ধারিত হবে। যেমনটি হয়েছে উদ্দীপকে ডলারের ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করার জন্য সাধারণত ডলারের মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু আমদানি কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের রিজার্ভে যেই পরিমাণ ডলার ছিল তার চাহিদা কমে গিয়েছিল যা প্রকারান্তরে যোগানের বৃদ্ধি। ফলে চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী ডলারের দাম কমে যায়। সুতরাং বলা যায়, বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের জন্য চাহিদা-যোগান তত্ত্বটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ২২ মি. জসিম একজন বাংলাদেশি মার্কি প্রবাসী। ঈদ উপলক্ষে তার ছোট ভাই নাসির একটি টাইটান হাতঘড়ি উপহার চাইল। জসিম ভাইয়ের জন্য ৬০০ ডলার দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে একটি ঘড়ি পাঠালেন। নাসির দেখল বাংলাদেশি মুদ্রায় ঘড়িটির দাম ৪৮,০০০ টাকা।

[সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর]

- | | |
|---|---|
| ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? | ১ |
| খ. স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকটির বিনিময় হার নির্ধারণ করো। | ৩ |

ঘ. উদ্দীপকটিতে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে, যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের এক একক মুদ্রা অন্য আরেকটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করতে সক্ষম তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

খ কোনো মুদ্রার মান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থার বিনিময় হার নির্ধারণ বলে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য কোনো দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে কতটুকু স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় তা নির্ধারণ করা হয়। আর ঠিক ঐ পরিমাণ স্বর্ণ অন্য দেশে কী পরিমাণ মুদ্রার বিপক্ষে সংরক্ষণ করা হয় তা থেকে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। যেমন যদি যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারের বিপক্ষে ০.০০১ আউন্স স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় এবং সমপরিমাণ স্বর্ণ বাংলাদেশে ৮৩ টাকার জন্য সংরক্ষণ করা হয় তাহলে বিনিময় হার হবে ১ ডলার = ৮৩ টাকা। বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না।

গ বিনিময় হার নির্ণয়:

দেয়া আছে,

ঘড়িটির দাম যুক্তরাষ্ট্রে = ৬০০ ডলার

বাংলাদেশি মুদ্রায় এর দাম = ৪৮,০০০ টাকা

ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিময় হার হবে = $\frac{৪৮,০০০}{৬০০} = ৮০$ টাকা

অর্থাৎ ১ ডলার = ৮০ টাকা।

উত্তর: ৮০ টাকা।

ঘ উদ্দীপকটিকে বিনিময় হার নির্ধারণে ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে।

দুদেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বটির মতে কোনো দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা অন্য দেশের চেয়ে বৃদ্ধি পেলে বিনিময় হার বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পেলে হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে মি. জসিম একজন বাংলাদেশি মার্কিন প্রবাসী। ঈদ উপলক্ষে তার ছোটভাই নাসির একটি টাইটান ঘড়ি উপহার চায়। জসিম ভাইয়ের জন্য ৬০০ ডলার খরচ করে একটি ঘড়ি কিনে নিউইয়র্ক থেকে পাঠিয়ে দিল। নাসির দেখল বাংলাদেশি মুদ্রায় ঘড়িটির দাম ৪৮,০০০ টাকা। এখানে বিনিময় হার নির্ধারণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশি ৮০ টাকা সমান যুক্তরাষ্ট্রের ১ ডলার।

ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব ব্যবহার করে এই বিনিময় হার নির্ধারণ করা যায়। অর্থাৎ টাইটান ঘড়িটি যুক্তরাষ্ট্রের ডলার দিয়ে কিনলে ৬০০ ডলার লাগে। আবার একই ঘড়ি বাংলাদেশে কিনলে ৪৮,০০০ টাকা লাগে। মোট টাকার পরিমাণকে ডলারের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে আমরা বিনিময় হার পেতে পারি। ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ১ ডলার যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারে, বাংলাদেশের ৮০ টাকা দিয়ে সেই পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা যায়। সুতরাং মুদ্রার বিনিময়ে কি পরিমাণ পণ্য পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হওয়ায় এটি ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্বের অঙ্গভূক্ত।

প্রশ্ন ২৩ বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের একটি মাত্র উদ্দেশ্য হলো বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা। বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশের বাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে। কাজেই এক দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতেই এদেশের মুদ্রার সাথে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ হওয়া উচিত। ১ কেজি গমের দাম জাপানের বাজারে ১০০ ইয়েন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১ ডলার। ডলার ও ইউরোর বিনিময় হার ১ ডলার = ০.৮৬ ইউরো।

[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]

- ক. রেমিট্যান্স কী? ১
খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ইউরোপ থেকে ২০,০০০ কেজি গম আমদানির জন্য জাপানের একজন আমদানিকারকের কত ইয়েন প্রয়োজন হবে? নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন ধরনের বিনিময় হার নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে? বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় হারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদেশে কর্মরত জনশক্তি বিদেশ থেকে দেশে যে অর্থ পাঠায় তাকে রেমিট্যান্স বলে।

খ তারবিহীন টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় মোবাইল হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রদান ও লেনদেন সম্পন্ন করাকেই মোবাইল ব্যাংকিং বলে।

ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোবাইল ব্যাংকিং একটি বৈপ-বিক ব্যবস্থার সূচনা করেছে। এর মাধ্যমে কোনো ধরনের ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়াই ঘরে বসে লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। সীমিত আকারের ব্যাংকিং কার্যক্রম হলেও এটি অনেক সুবিধাজনক।

গ গম আমদানি করার জন্য প্রয়োজনীয় ইউরোর পরিমাণ নির্ণয়:

দেয়া আছে

১ ডলার = ১০০ ইয়েন

আবার, ১ ডলার = ০.৮৬ ইউরো

অতএব, ১ ইউরো = $\frac{১০০}{০.৮৬}$ ইয়েন

= ১১৬.২৮ ইয়েন

১ কেজি গমের দাম ১ ডলার বা ০.৮৬ ইউরো

২০,০০০ কেজি গমের দাম (২০,০০০ × ০.৮৬) ইউরো

= ১৭,২০০ ইউরো

১ ইউরো = ১১৬.২৮ ইয়েন

অতএব, ১৭,২০০ ইউরো = (১৭,২০০ × ১১৬.২৮) ইয়েন

= ২০,০০,০১৬ ইয়েন।

সুতরাং, ইউরোপ থেকে ২০,০০০ কেজি গম আমদানি করার জন্য একজন আমদানিকারকের ২০,০০,০১৬ ইয়েন লাগবে।

ঘ উদ্দীপকের ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্বের মাধ্যমে বিনিময় হার নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে।

দু'দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব বলে। কোনো দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ঐ দেশের মূল্যস্ফূর্তির উপর নির্ভরশীল। মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা অভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য দ্বারা নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা এবং বিনিময় হার সম্পর্কে ধারণা করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশের বাজারে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবা বা দ্রব্য ক্রয় করতে পারে তার উপর ভিত্তি করেই ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা উচিত। বিনিময় হার নির্ধারণ করার এই পদ্ধতিটি ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে এ পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় হার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে অচল। লেনদেনের মাধ্যম মুদ্রা হওয়ায় একটি দেশের সাথে লেনদেন করতে চাইলে অপর দেশের মুদ্রাতেই তা করতে হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমদানি-রপ্তানির ভিত্তিতে সব দেশের মুদ্রার প্রতি এককের মান সমান নয়। এজন্য একটি মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের কি পরিমাণ মুদ্রা পাওয়া যাবে তা নির্ধারণ করতে হয়। নতুবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন

সম্পন্ন করা অসম্ভব প্রায়। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যে বিনিময় হার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ২৪ মুনসুর সাহেব একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। ঢাকার মিরপুরে তার ৫টি কারখানা রয়েছে। তিনি নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী জ্যাক পলের সাথে সম্প্রতি ৬০,০০,০০০ ডলারের একটি বাণিজ্য চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলির সংযুক্তসাপেক্ষে বিনিময় বিল প্রস্তুতের শর্তে মুনসুর সাহেব ক্রেতার নিকট থেকে একটি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেন। বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অবশ্য মুনসুর সাহেব সর্বদা মুদ্রার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার জন্য মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

[নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]

- ক. ফ্যাক্টরিং কী? ১
খ. বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মুনসুর সাহেব ক্রেতার নিকট থেকে কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. লেনদেনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে যে বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতির কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে তা কতটা যৌক্তিক? তোমার মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাপ্য বিল মেয়াদপূর্তির পূর্বেই কোনো ফ্যাক্টরের কাছে কম দামে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করাকেই ফ্যাক্টরিং বলে।

খ এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ প্রেরণ করাকে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলে।

সাধারণত এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আন্তর্জাতিক দেনা পাওনা নিষ্পত্তির উপায় হিসেবে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করার মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করা হয়। এভাবে বিনিময় বিল, আজ্ঞাপত্র, ভ্রমণকারীর চেক প্রভৃতির মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিময় পদ্ধতিতে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করা বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলে।

গ মুনসুর সাহেব ক্রেতার নিকট থেকে দলিলি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন।

প্রত্যয়পত্র ইস্যুকারী ব্যাংক যদি এরূপ শর্ত আরোপ করে যে, বিল উপস্থাপনের সময় এর সাথে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংযুক্ত করতে হবে অন্যথায় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না তাহলে প্রত্যয়পত্রটিকে দলিলি প্রত্যয়পত্র বলা হয়। প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের মধ্যে মালের চালান রসিদ, বহনপত্র, বিমাপত্র ইত্যাদি।

উদ্দীপকে মুনসুর একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। ঢাকার মিরপুরে তার ৫টি কারখানা রয়েছে। তিনি নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী জ্যাক পলের সাথে সম্প্রতি ৬০,০০,০০০ ডলারের একটি বাণিজ্য চুক্তি করেন। অর্থাৎ তিনি রপ্তানি করার জন্য চুক্তি করেন এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংযুক্তসাপেক্ষে বিনিময় বিল প্রস্তুতের শর্তে একটি প্রত্যয়পত্র মুনসুর সাহেব গ্রহণ করেন। শর্তানুযায়ী প্রত্যয়পত্রের সাথে প্রয়োজনীয় দলিল যেমন : বহনপত্র, বিমাপত্র, চালান ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে। সুতরাং বলা যায়, মুনসুর সাহেব একটি দলিলি প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বিনিময় হার নির্ধারণে চাহিদা-যোগান তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে যা সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের পরস্পর চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করার তত্ত্বটিই হলো চাহিদা-যোগান তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিময় হার বাজার পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকে মুনসুর সাহেব একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। তিনি নিউইয়র্কের জ্যাক পলের সাথে একট রপ্তানি চুক্তি করেন এবং তিনি দলিল প্রত্যয়পত্র গ্রহণ করেন। তবে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে তিনি সর্বদা মুদ্রার বিনিময় মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্থাৎ মুনসুর সাহেবের মতে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারণ হবে। এজন্য তিনি মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর নজর রাখেন।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময় হার এককভাবে কেউ প্রভাবিত করতে পারে না। বরং সম্পূর্ণ বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবেই মুদ্রার চাহিদা বেড়ে গেলে মুদ্রার মান বাড়ে। পক্ষান্তরে চাহিদা কমে গেলে মুদ্রার মান কমে। আবার যোগানের সাথে চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত। অর্থাৎ যোগান বাড়লে মুদ্রার মান কমে এবং যোগান কমলে তা বাড়ে। আর চাহিদা ও যোগান নির্ধারিত হয় সে দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং বলা যায়, মুনসুর সাহেব যে চাহিদা-যোগান তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেই তত্ত্বটি বিনিময় হার নির্ধারণের জন্য যথার্থ এবং পুরোপুরি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আরাফাত মাহমুদ কাপড়ের ব্যবসায়ী। বাংলাদেশে ভারতীয় ও পাকিস্তানি খ্রি-পিছের চাহিদা অনেক। তাই তিনি ভারত ও পাকিস্তান থেকে খ্রি-পিছ আমদানির সিদ্ধান্ত নিলেন। এ কারণে তিনি ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র খুললেন এবং আমদানি প্রক্রিয়ার সকল নিয়ম অনুসরণ করে পণ্য আমদানি করলেন।

[অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]

- ক. বিনিময় বিল কী? ১
- খ. বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. আরাফাত মাহমুদের জন্য কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. আরাফাত মাহমুদ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদেষ্ঠা কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে দলিলে উক্ত ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় পরে প্রদানের জন্য তৃতীয় কোনো পক্ষকে শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে তাকে বিনিময় বিল বলে।

খ বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক পদ্ধতিটি হলো চাহিদা-যোগান তত্ত্ব পদ্ধতি।

এ পদ্ধতিতে দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পরস্পর চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। কোনো মুদ্রার চাহিদা বাড়লে ও যোগান কমলে বিনিময় হার বাড়ে। আর চাহিদা কমলে বা যোগান বাড়লে বিনিময় হার কমে। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুসারে বিনিময় হার পুরোপুরি বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

গ আরাফাত মাহমুদের জন্য ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র উপযোগী। যে প্রত্যয়পত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণপূর্বক খোলা হয় এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পৌনঃপুনিকভাবে সমপরিমাণ বা তা কম পরিমাণ অর্থের জন্য ব্যবহার করা যায় তাকে ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলে। বারে বারে প্রত্যয়পত্র খোলার ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এ ধরনের প্রত্যয়পত্র খোলা হয়।

উদ্দীপকে আরাফাত মাহমুদ কাপড়ের ব্যবসায়ী। বাংলাদেশে ভারতীয় ও পাকিস্তানি খ্রি-পিছের চাহিদা অনেক। তাই তিনি ভারত ও পাকিস্তান থেকে খ্রি-পিছ আমদানির সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য ব্যাংকে তিনি প্রত্যয়পত্র খুললেন। তিনি যদি ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র খোলেন তাহলে তার আমদানি করতে সুবিধা হবে। কারণ তিনি দুটি দেশ থেকে আমদানি করতে চান। আবার বাংলাদেশে খ্রি-পিছের চাহিদা অনেক

বেশি হবার কারণে তাকে বারবার লেনদেন করতে হবে। এ জন্য তিনি যদি প্রতিবার প্রত্যয়পত্র খুলতে চান তাহলে তার হয়রানি অনেক বেশি হবে এবং খরচও বেশি হবে। ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র খোলার মাধ্যমে তিনি একবার প্রত্যয়পত্র খুলেই তা দুই দেশে বারবার ব্যবহার করতে পারবেন, যা তার জন্য সুবিধাজনক হবে। সুতরাং বলা যায়, আরাফাত মাহমুদের জন্য ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র উপযোগী।

ঘ আরাফাত মাহমুদকে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য অর্থ হলো বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় করা বা বিদেশে পণ্য বিক্রি করা। পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

উদ্দীপকে কাপড়ের ব্যবসায়ী আরাফাত মাহমুদ ভারত ও পাকিস্তান থেকে খ্রি-পিছ আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি ব্যাংক থেকে প্রত্যয়পত্র খুলে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পণ্য আমদানি করেন। তবে পণ্য আমদানি করার প্রক্রিয়াটি আরাফাত মাহমুদকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হয়েছে যার একটি অংশমাত্র হলো প্রত্যয়পত্র খোলা।

আমদানি করার জন্য প্রথমেই রপ্তানিকারককে ঠিক করে ফরমায়েশপত্র পাঠাতে হতে আরাফাত মাহমুদকে। যদি রপ্তানিকারক ফরমায়েশপত্র গ্রহণ করে সম্মতি প্রদান করে তাহলে সম্মতিপত্রের সাথে রপ্তানিকারক আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র পাঠানোর জন্য অনুরোধ করবে। আরাফাত মাহমুদকে একটি প্রত্যয়পত্র খুলে পাঠাতে হবে। ব্যাংকের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পাওয়ার পর রপ্তানিকারক পণ্য প্রেরণ করবে এবং পণ্যের সাথে বিনিময় বিল প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পাঠাবে। এরপর আরাফাত মাহমুদ বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দিয়ে বন্দর থেকে পণ্য খালাস করে নেবে। ব্যাংকের মাধ্যমে বিল পরিশোধের মাধ্যমে আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব তহিদ সাহেব চিকিৎসার জন্য কানাডায় যাবেন। এ জন্য তিনি তার সাথে ৩০ লাখ টাকা নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তিনি তার ৩০ লাখ টাকা ব্যবহারের সুবিধার্থে ডলারে রূপান্তর করেছেন। তিনি স্বর্ণমান ব্যবস্থার পরিবর্তে টাকা বিনিময় করতে চান। বর্তমানে ১ ডলারের বিপরীতে ৮০ টাকা পাওয়া যায়। [দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]

- ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী? ১
- খ. প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝ? ২
- গ. স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কীভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. জনাব তহিদ সাহেব স্বর্ণমান ব্যবস্থার পরিবর্তে টাকা বিনিময় করতে চান কেন? আলোচনা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈদেশিক মুদ্রা যে হারে লেনদেন করা হয় তাকেই বৈদেশিক বিনিময় হার বলে।

খ যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। এক্ষেত্রে আমদানিকারক কোনো কারণে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধ করে দেয়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

গ স্বর্ণমান ব্যবস্থায় একই পদ্ধতি অনুসরণকারী দুটি দেশের মধ্যে তাদের মুদ্রার মান নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে মিট প্যারিটি তত্ত্বও বলা হয়।

মুদ্রামান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থার বিনিময় হার নির্ধারণ বলে।

উদ্বীপকে জনাব তহিদ সাহেব চিকিৎসার জন্য কানাডায় যাবেন। এ জন্য তিনি ৩০ লাখ টাকা ডলারে রূপান্তর করে সাথে নিয়ে যেতে চান। তিনি চাইলে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় টাকা ডলারে রূপান্তর করতে পারেন যদিও এ পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত নয়। কিন্তু করতে চাইলে তাকে প্রথমেই স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করতে হতো। যেমন, ধরা যাক কানাডায় ১ ডলারের বিপক্ষে ০.০০১ আউন্স স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় এবং বাংলাদেশে ৮৩ টাকার বিপক্ষে ০.০০১ আউন্স স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয়। তাহলে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় টাকা মান হার (Mint per exchange) হলো ১ ডলার = ৮৩ টাকা। অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টাকা বিনিময়ে তহিদ সাহেব পাবেন ৩০,০০,০০০/৮৩ = ৩৬,১৪৪.৫৮ ডলার।

ঘ স্বর্ণমান ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত না থাকায় এবং এর কিছু সমস্যা থাকায় জনাব তহিদ টাকা বিনিময় করতে চাইলেন।

যে ব্যবস্থায় মুদ্রার মান নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সাথে তুলনা করে নির্ধারণ করা হয় তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থা বলা হয়। তবে স্বর্ণমান ব্যবস্থা এখন প্রচলিত নেই। বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য বর্তমানে ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্ব, চাহিদা-যোগান তত্ত্ব ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

উদ্বীপকে জনাব তহিদ সাহেব চিকিৎসার জন্য কানাডায় যাবেন। তিনি সাথে করে ৩০ লাখ টাকা নিয়ে যেতে চান। তবে ব্যবহারের সুবিধার্থে তিনি টাকাগুলোকে ডলারে রূপান্তর করেছেন। তিনি স্বর্ণমান ব্যবস্থার পরিবর্তে টাকা বিনিময় করেন। ৮০ টাকার বিপরীতে বর্তমানে ১ ডলার পাওয়া যায় উদ্বীপক অনুযায়ী। তবে এ হার পরিবর্তনশীল।

জনাব তহিদ সাহেব স্বর্ণমান ব্যবস্থায় টাকা রূপান্তর করতে অনাগ্রহী কারণ এই পদ্ধতি এখন ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। আবার বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার মান উক্ত দেশের আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এছাড়াও ভাসমান মুদ্রা ব্যবস্থায় এখনকার মুদ্রা বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সর্বোপরি স্বর্ণমান ব্যবস্থার চেয়ে বিনিময় হার নির্ধারণের ভালমানের ব্যবস্থা থাকায় জনাব তহিদ স্বর্ণমান ব্যবস্থার পরিবর্তে টাকা বিনিময় করতে চান।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বিশ্বজুড়ে বর্তমানে অন্যতম প্রধান ব্যবসায় হলো বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়। অতীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ কম থাকলেও এখন তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও বেড়ে গেছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

[পটুয়াখালী সরকারি কলেজ]

- ক. বৈদেশিক বিনিময় কী? ১
- খ. স্বর্ণমান পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্বীপকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের কোন ধরনের পদ্ধতির কথা ইঙ্গিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা সম্ভব নয় উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর ও লেনদেন নিষ্পত্তির কৌশলকে বৈদেশিক বিনিময় বলে।

খ কোনো মুদ্রার মান নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করলে তাকে স্বর্ণমান ব্যবস্থার বিনিময় হার নির্ধারণ বলে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য কোনো দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে কতটুকু স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় তা নির্ধারণ করা হয়। আর ঠিক ঐ পরিমাণ স্বর্ণ অন্য দেশে কী পরিমাণ

মুদ্রার বিপক্ষে সংরক্ষণ করা হয় তা থেকে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। যেমন যদি যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলারের বিপক্ষে ০.০০১ আউন্স স্বর্ণ সংরক্ষণ করা হয় এবং সমপরিমাণ স্বর্ণ বাংলাদেশে ৮৩ টাকার জন্য সংরক্ষণ করা হয় তাহলে বিনিময় হার হবে ১ ডলার = ৮৩ টাকা। বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না।

গ উদ্বীপকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের চাহিদা-যোগান পদ্ধতির উপর ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দূদেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের মুদ্রার পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী নির্ধারণ সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বকে বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়।

উদ্বীপকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ণয়ের পদ্ধতি চাহিদা-যোগান তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। চাহিদা-যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। এ তত্ত্বের অধীনে সব দেশের মুদ্রাই ভাসমান মুদ্রা। কোনো দেশে যখন অন্য কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন সেই মুদ্রার মান বাড়ে। আবার যখন মুদ্রার যোগান বাড়ে তখন দাম কমে। এই চাহিদা ও যোগানকে এককভাবে কেউ প্রভাবিত করতে পারে না। দেশের আমদানি-রপ্তানি এবং সামগ্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের সফলতার উপর নির্ভর করে। ফলে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রতিটি দেশ আমদানি কমাতে এবং রপ্তানি বাড়াতে চায়। আর এই প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার মধ্যে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্বীপকে মূলত চাহিদা-যোগান তত্ত্বের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব নয়-উক্তিটি যথার্থ।

কোনো দেশের এক একক মুদ্রা অন্য আরেকটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করতে সক্ষম তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং লেনদেন নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

উদ্বীপকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। অতীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও জনশক্তির পরিমাণ কম থাকলেও এখন তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং মুদ্রার মান একই না হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করতে হয়। এক দেশের পণ্যের মূল্য অন্য দেশে একই নয়। এর কারণ হচ্ছে বিনিময় হার। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে ১ ডলার দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য পাওয়া যাবে, বাংলাদেশে ১ টাকায় সেই পরিমাণ পণ্য পাওয়া যাবে না। সেজন্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় যেন আন্তর্জাতিকভাবে পণ্য আদান প্রদান করা যায় এবং লেনদেন নিষ্পত্তি করা যায়। অন্যথায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ করা ছাড়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. সেলিম কানাডা থাকেন। প্রতি মাসের শেষে সপ্তাহে তিনি দেশে টাকা পাঠান। দেশে টাকা পাঠাতে তিনি বৈধ কোনো প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেন না। পরবর্তীতে জানতে পারেন উক্ত পথে টাকা পাঠানো দেশের জন্য ক্ষতিকর। [সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুরা]

- ক. ভাসমান মুদ্রা কী? ১
- খ. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব কোনটি এবং কেন? ২
- গ. মি. সেলিম কোন পদ্ধতিতে রেমিটেন্স পাঠান? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সেলিমের রেমিটেন্স পাঠানোর পদ্ধতিটি দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে কি? মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন দেশের মুদ্রার মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বা বাজার পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দিলে ঐ মুদ্রাকে ভাসমান মুদ্রা বলে।

খ বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের আধুনিক পদ্ধতিটি হলো চাহিদা-যোগান তত্ত্ব পদ্ধতি।

দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের পরস্পর চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা সংক্রান্ত তত্ত্বকেই চাহিদা-যোগান তত্ত্ব বলে। চাহিদা-যোগান তত্ত্বকে আধুনিক তত্ত্বও বলা হয়। কারণ এটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

গ মি. সেলিম অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে রেমিট্যান্স পাঠান।

অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি হলো অবৈধ উপায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত একক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি। অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণের একটি মাধ্যম হলো ছদ্ম। এটি একটি অবৈধ উপায়।

উদ্দীপকে মি. সেলিম কানাডায় থাকেন। প্রতি মাসের শেষে তিনি টাকা পাঠান এবং টাকা পাঠানোর জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেন না। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত টাকা পাঠানো অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি। মি. সেলিম বিভিন্নভাবে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় টাকা পাঠাতে পারেন যেমন ছদ্মযোগে অর্থ প্রেরণ। ছদ্মিতে অর্থ প্রেরণ করলে অনেক দ্রুত টাকা পাঠানো যায়। মি. সেলিম এতে বেশি লাভবানও হতে পারবেন। কিন্তু ছদ্মযোগে টাকা প্রেরণ করাটা বৈধ নয়। এভাবেই আরো অনেক অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম আছে যা ব্যবহার করে টাকা পাঠানো যায় কিন্তু এর কোনোটিই বৈধ নয়। সুতরাং বলা যায়, মি. সেলিম আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না নিয়ে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে অবৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন।

ঘ সেলিমের রেমিট্যান্স পাঠানোর পদ্ধতিটি দেশের জন্য ক্ষতিকর। বিদেশের প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থকেই রেমিট্যান্স বলে। রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করে। তবে অবৈধ উপায়ে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রেরণ করলে তা দেশের ক্ষতি করে। উদ্দীপকে মি. সেলিম কানাডা থেকে টাকা পাঠানোর জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেন না। অর্থাৎ তিনি অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে টাকা প্রেরণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন যে উক্ত মাধ্যমে টাকা পাঠানো দেশের জন্য ক্ষতিকর। অনানুষ্ঠানিক উপায়ে টাকা প্রেরণ করলে তা সরকারি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয় না। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পায় না এবং সরকারও আয়কর থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন: ছদ্মির মাধ্যমে টাকা পাঠালে বিদেশে প্রেরকের কাছ থেকে একজন অর্থ গ্রহণ করে। তারপর তিনি দেশে অন্য একজন প্রতিনিধিকে টাকা পরিশোধ করতে বলেন। ফলে অর্থের প্রাপক টাকা পেয়ে যায়। এতে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকে না বিধায় এর কোনো হিসাব সরকারের কাছে থাকে না। ফলে রেমিট্যান্স দেশের অভ্যন্তরে আসার পরেও কোনো ধরনের হিসাবে অঙ্গীভুক্ত না হওয়ায় দেশের ক্ষতি হয়।